বুদ্ধদেব ও ব্রাহ্মণ ভারদ্বাজ।—

ধর্ম্ম প্রচারের একাদশ বর্ষে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে বর্ষা যাপন করিতেছিলেন। একদা তিনি নিকটবর্ত্তী একনালা গ্রামে গিয়া ভারদ্বাজ নামক এক ধনশালী ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান। দেখেন যে ভারদ্বাজ তাঁহার শস্যক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে দেখিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, "হে গৌতম! আমি কৃষক। লাঙ্গল ধরিয়া, বীজবপন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। তুমিও লাঙ্গল ধর, বীজ বপন কর, অনায়াসে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিবে।" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! আমিও কৃষিকার্য্য করি, বীজবপন করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করি।"

—কি আশ্চর্য্য! তুমি বলিতেছ তুমি শ্রমজীবী কৃষক, অথচ তোমার বৃষ লাঙ্গল নাই, বন্ধনরজ্জু নাই, অঙ্কুশ, যুগকাষ্ঠ এ সব কিছুই দেখিতেছি না।

—শ্রদ্ধাই আমার বীজ, সেই বীজ আমি সর্ব্বত্র বপন করি; কর্ম্মোদ্যম আমার বৃষ্টির জল; প্রজ্ঞাই আমার লাঙ্গল, আমি সেই লাঙ্গল চালনা করিয়া অজ্ঞান-কণ্টক মোচন করি। মন আমার বন্ধনরজ্জু, মনের একাগ্রতা আমার দণ্ড ও অঙ্কুশ। সত্য দ্বারা আমি লোকসকলকে বন্ধন করি, এবং মায়ামমতা দ্বারা আমি বন্ধন মুক্ত করি। বীর্য্যই আমার চাষের বৃষ। আমি কৃষি করিয়া যে ধান্য আহরণ করি, তাহা দুঃখান্তকারী নির্ব্বাণ।"

ভারদ্বাজ বুদ্ধের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেন।

বৈশালীতে মহামারীর উপদ্রব।—

তথাগতের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির তৃতীয় বর্ষায় যখন তিনি রাজগৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে বৈশালী হইতে তাঁহার নিকট লিচ্ছবী নাগরীকদের এক দৌত্য প্রেরিত হয়। দূত বিনীত ভাবে নিবেদন করিল, "ভগবন্! ভয়ঙ্কর মহামারীর উপদ্রবে আমাদের নগর ছারখার হইয়া যাইতেছে। আমরা অনেকানেক উপাধ্যায়ের নিকট গিয়া বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম হয় না। প্রভু, আপনার পদধূলি দিয়া আমাদের দেশ রক্ষা করুন"। বুদ্ধদেব বলিলেন, "রাজার অনুমতি হইলে আমি যাইতে পারি"। রাজা বিম্বিসার এই প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি করিলেন না, কেবল বলিলেন, "আমি আমার রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত ভগবান বুদ্ধকে পৌঁছিয়া দিব, পরে তোমরা তাঁহার যথাযোগ্য আতিথ্য-সৎকার করিবে"। এই বলিয়া রাজধানী হইতে গঙ্গার দক্ষিণ পার পর্য্যন্ত যে পথ চলিয়াছে তাহা প্রশস্ত, সুমার্জ্জিত ও পুষ্পমাল্য এবং রঙ্গীন পতাকা দিয়া সুসজ্জিত করিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং, মন্ত্রী, সভাসদ, পরিজনবর্গ সহ গিয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিলেন। গঙ্গা পার হইবামাত্র লিচ্ছবীগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বহু সমারোহে রাজধানীতে লইয়া গেল। বুদ্ধদেব ঐ প্রদেশে পদার্পণ করিতে না করিতেই রোগের অপদেবতাগণ দূরে পলায়ন করিল, এবং নগরবাসীদের মধ্যে যাহারা উৎকট পীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তাহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া বুদ্ধের জয়জয়কার করিতে লাগিল। বুদ্ধদেব নগরে প্রবেশ করিয়া রত্নসূত্র হইতে পদাবলী

আবৃত্তি করিলেন এবং অনেকগুলি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া লইলেন। অনন্তর বহুবিধ মূল্যবান উপহার সামগ্রী গ্রহণ করিয়া রাজগৃহে ফিরিয়া গেলেন। লিচ্ছবীরা নগরের কূটাগারশালা তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া দিল, এবং আরো অনেক বহুমূল্য উপহার দিয়া যথোচিত সম্মান-সহকারে বিদায় করিল।*

জীবক।—

বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের ঔরসে শালবতী নাম্নী গণিকার গর্ভে রাজগৃহে জীবকের জন্ম হয়। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক একজন সুনিপুণ চিকিৎসক ছিলেন। রাজগৃহ, উজ্জয়িনী, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে ভারতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা মহাবগ্‌গে বর্ণিত জীবক-চরিত হইতে কতক পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারা যায়। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন না—এই আশঙ্কা করিয়া তিনি কোন এক উচ্চাঙ্গ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, এইরূপ স্থির করেন। তদনুসারে তক্ষশীলায় গমন করিয়া তত্রত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক আত্রেয়ের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। অধ্যাপক জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে কত করিয়া বেতন দিতে পারিবে"? জীবক উত্তর করিল, "মহাশয়, কাহাকেও না বলিয়া আমি গৃহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি, আপনাকে দিবার মত আমার নিকট একটি

* মহাবগ্‌গ—Kern's Manual of Buddhism.

কপর্দ্দকও নাই। শিক্ষা সমাপন করিয়া আমি চিরজীবন আপনার দাস হইয়া থাকিব"। অধ্যাপক জীবকের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া উঁহাকে চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। জীবক ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তখন অধ্যাপক তাহার অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "এই বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিকে ষোল মাইলের মধ্যে যে সকল লতা ও বৃক্ষ আছে, উহার মধ্যে যেগুলি চিকিৎসায় প্রয়োজন হয় না, সেইগুলি অনুসন্ধান করিয়া আন"। চারিদিন পরে জীবক অধ্যাপকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, ঔষধে প্রয়োজন হয় না, এমন লতা পাইলাম না"। অধ্যাপক প্রীত হইয়া জীবককে গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। জীবক মগধে প্রত্যাবর্ত্তন কালে একদিন শাকেত (অযোধ্যা) রাজ্যে অবস্থিতি করেন। তথায় কোন রমণীর ঘোর শিরঃপীড়া হইয়াছিল। জীবক একটু মাখন উত্তপ্ত করিয়া উহার সহিত একটি ঔষধ মিশ্রিত করেন, এবং উক্ত রমণীকে এই মিশ্রিত দ্রব্যের নস্য লইতে বলেন—তাহাতেই তাহার শিরঃপীড়ার শান্তি হইল। রাজগৃহে আসিয়া জীবক রাজা বিম্বিসারকে কোনও দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে মুক্ত করিয়া বহু ধনরত্ন পুরস্কার পাইয়াছিলেন। বারাণসী এবং উজ্জয়িনীতেও তিনি অনেকের চিকিৎসা করেন। রাজগৃহে অস্ত্র-চিকিৎসাতেও তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তথাগতের বুদ্ধত্ব লাভের বিংশতি বৎসর পরে জীবক বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বুদ্ধদেব তাঁহার চিকিৎসায় অনেক সময়

উপকার পাইতেন। এক সময়ে বুদ্ধের আমাশয় রোগ জন্মে; জীবক একটি পদ্মপুষ্পের মধ্যে ঔষধ রাখিয়া তাঁহাকে সেবন করিতে বলেন, উহাতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। আর একবার বুদ্ধ অসুস্থ হইলে, জীবক পদ্মের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঔষধ রাখিয়া তাঁহাকে আঘ্রাণ করিবার ব্যবস্থা দেন; এই চিকিৎসাতেই তিনি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হন। বুদ্ধকে সেবা শুশ্রূষা করিবার সুযোগ হইবে, এই আশায় জীবক স্বীয় উদ্যানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করেন। ঐ বিহার তিনি বুদ্ধকে উপহার দিয়াছিলেন।

একদা মগধে কুষ্ঠ, ধবল, অপস্মার প্রভৃতি পঞ্চবিধ রোগের উপদ্রব হইয়াছিল। রোগীরা দলে দলে জীবকের নিকট গমন করিয়া চিকিৎসা প্রার্থনা করায় জীবক বলিলেন, "আমার হাতে অনেক কাজ, আমি রাজা বিম্বিসারের গৃহ-চিকিৎসক। বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের চিকিৎসার ভার আমার উপর, আমার সময় নাই। আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না"। রোগীরা ভাবিল আমরা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষুশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করি—তাহা হইলে ভিক্ষুগণ আমাদের পরিচর্য্যা করিবেন, আর জীবক আমাদের চিকিৎসক হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া ঐ সকল লোক দীক্ষা গ্রহণ করিল। পরে উহারা সারিয়া উঠিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারাশ্রমে ফিরিয়া গেল। জীবক তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা উত্তর করিল, "এক্ষণে আমরা সুস্থ সবল হইয়াছি, আর আমাদের ধর্ম্মসাধনের প্রয়োজন নাই"। জীবক বুদ্ধের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন

করিলেন। বুদ্ধদেব তাহা শুনিয়া ভিক্ষুদের ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "তোমরা কুষ্ঠ, ধবল, যক্ষ্মা, এই সকল মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে দীক্ষা দান করিবে না" ও তদনুসারে ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। (বৌদ্ধধৰ্ম্ম—সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত—পৃঃ ১৬৬—১৭০)।

নবম পরিচ্ছেদ।

অশোক।

অশোক খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭২-৭৩ অব্দে মগধের রাজ-সিংহাসন অধিকার করেন, এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করিয়া, ধর্ম্মাশোক নামে জগতে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান। সিংহাসন প্রাপ্তির চার বৎসর পরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহার রাজত্বের প্রথম তের বৎসরের ইতিবৃত্ত একপ্রকার গভীর তিমিরাচ্ছন্ন, তাহার কিছুই জানা যায় না। পরে যখন তাঁহার শিলালেখ্যসকল স্থানে স্থানে উৎকীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়, তখন হইতে আমাদের অশোক-যুগের জ্ঞানলাভের সুযোগ হয়। তাঁহার এই শিলা ও স্তম্ভগাত্রে খোদিত অনুশাসনগুলি ভারতের নানা প্রদেশে বিক্ষিপ্ত থাকায় তাঁহার কীর্ত্তিসকল অদ্যাবধি সজীব আছে। বৌদ্ধযুগের স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে এই সকল শিলালিপি বিশেষ সমাদৃত ও শিক্ষাপ্রদ। অশোক যেন স্বহস্তে তাঁহার জীবন-কাহিনী, তাঁহার ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস, তাঁহার প্রজাবাৎসল্য সূচক শাসনপ্রণালী এই উপায়ে জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বিশ্বস্ত সূত্রে অশোক-ইতিহাসের উপাদানসকল সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। এই লিপিমালা হইতে আমরা যে-সকল তথ্য জানিতে পারি, তাহার মধ্যে প্রথম ও প্রধানতঃ কলিঙ্গ-বিজয় বার্ত্তা। কলিঙ্গ প্রদে

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে সুবিখ্যাত। বিন্ধ্যাচলের পূর্ব্বঘাট হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী জগন্নাথক্ষেত্র যাহার অন্তর্ভুক্ত, এ সেই দাক্ষিণাত্য প্রদেশ। অশোকের রাজত্বের আরম্ভকালে, ইহা স্বাধীন রাজ্য ছিল। অশোক স্বরাজ্য বিস্তার মানসে, উহা আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক হত, আহত ও বন্দীকৃত হয় এবং সমগ্র দেশ ছারখার হইয়া যায়। এই ভীষণ ঘটনায় রাজার মনে এমনি আঘাত লাগিয়াছিল যে, সেই অবধি তিনি দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মরাজ্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন ; এইসকল ব্যাপার ত্রয়োদশ শিলালিপিতে দৃষ্ট হইবে।

কলিঙ্গ বিজয়ের অল্পকাল মধ্যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫৯ অব্দে, অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে গৃহস্থ-উপাসকরূপে দাক্ষিত ও তৎপরে বিধিমত সঙ্ঘভুক্ত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়, এবং তিনি এত চৈত্য, এত স্তূপ ও অন্যান্য এত প্রকার কীর্ত্তি-নিকেতন স্থাপনা করেন যে, তাহার চিহ্নসকল দুই সহস্র বৎসারান্তেও কালের অত্যাচারে বিলুপ্ত হয় নাই। মগধ রাজ্যে অন্যূন চৌত্রিশ হাজার বৌদ্ধ-ভিক্ষু প্রতিপালিত হইত, এবং উহাদের বাসোপযোগী বিহারশ্রেণীতে ঐ প্রদেশ এমনি ভরিয়া যায় যে, "বিহার"ই উহার নামকরণ হইল।, ঐ নাম এখনও পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। রোম সাম্রাজ্যে কনষ্টানটাইন্ (Constantine) যেরূপ খৃষ্টধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অশোকও সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন।

তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হয়েন; কেবলমাত্র স্বরাজ্যে নয়, পররাজ্যে ও দেশান্তরে ধর্ম্মযাজকগণ প্রেরণ করেন। রুষদেশে বল্গা নদী হইতে জাপান, সাইবিরিয়া মঙ্গোলিয়া হইতে সিংহল শ্যাম পর্য্যন্ত যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার, সেই-খানেই অশোকের নাম প্রকীর্ত্তিত। রোম-সম্রাট কন্‌স্‌ট্যান্‌-টাইনের ন্যায় অন্যান্য রাজর্ষিদিগের সহিত অশোকের তুলনা করা হইয়া থাকে। মোগল-সম্রাট আকবরও তাঁহার উপমাস্থল বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। এই উপমাটি নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। উভয়েই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর, সুশাসনে কীর্ত্তিমান; ধর্ম্মে, ঔদার্য্যগুণে উভয়েই সমতুল। আকবর হিন্দু, পার্সি, খৃষ্টান সকল ধর্ম্মকেই সমান শ্রদ্ধা করিতেন, সকল ধর্ম্ম হইতেই সারসত্য গ্রহণ করিতে উৎসুক ছিলেন; এইরূপে তিনি নিজ প্রতিভাবলে এক অভিনব ধর্ম্ম গড়িয়া তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত এই ধর্ম্মসমন্বয় অধিক কাল স্থায়ী হইল না, জীবনান্তে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

আমরা দেখিতে পাই অশোকের পৌত্র দশরথ আজীবক জৈন সম্প্রদায়ে তিনটী গুহাশ্রম উৎসর্গ করেন, ইহা হইতে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ হইতেছে যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন না। ইহাও নিশ্চয় যে, মৌর্য্যরাজের উত্তরাধিকারী পুষ্যমিত্র, যিনি ১৮০ খৃষ্টাব্দে সুঙ্গবংশ পত্তন করিয়া যান, তিনিও বুদ্ধ-সঙ্ঘের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই; প্রত্যুত তাঁকে বৌদ্ধ-আখ্যান-মালায় বৌদ্ধদ্রোহী নৃপতি রূপেই চিত্রিত দেখা যায়।

অশোক বৌদ্ধধর্ম্মকে সম্প্রদায়সীমার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, বিশ্বজনীন ধর্ম্মরূপে দেশ দেশান্তরে প্রচার করিতে উদ্যোগী হইলেন। পরিণামে তাঁহার মৃত্যুর পর এই ধর্ম্ম তাঁহার জন্মভূমি এই ভারতবর্ষেই শুষ্ক, শীর্ণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল; তাহার শাখা প্রশাখা এসিয়ার দূর দূরান্ত প্রদেশে বিস্তারিত হইয়া সারবান ও ফলবান বৃক্ষরূপে সমুত্থিত হইল।

অশোকের অনুশাসন-লিপিগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে ঃ—

*সম্রাট অশোকের অনুশাসনগুলি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয়। সর্ব্বশুদ্ধ তাহাদের সংখ্যা প্রায় একত্রিংশৎ। কতক গিরিপৃষ্ঠে ও গুহায় খোদিত, কতক বা শিলাস্তম্ভগাত্রে মুদ্রিত। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে এই অনুশাসনগুলি নিম্নলিখিত নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে ঃ—

১। চতুর্দ্দশ শিলালিপি। (খৃঃ পূঃ ২৫৭—২৫৬)

২। ভাবরা অনুশাসন।

৩। কলিঙ্গ অনুশাসন।

৪। দুই তিনটি অপ্রধান শিলালিপি।

৫। সাতটি প্রধান (২৪২) চারটি অপ্রধান স্তম্ভ অনুশাসন।

এতদ্ভিন্ন দুইটি প্রধান বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র দর্শনের স্মৃতি স্তম্ভ (২৪৯) এবং কতকগুলি গুহাখোদিত লিপি। এই

---

* Asoka, by Vincent A. Smith (Rulers of India Series)

গুহাগুলি আজীবক নামক জৈন সম্প্রদায়ের বাসের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫৭ অব্দ হইতে পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে এই সকল গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। এইগুলির মধ্যে চতুর্দ্দশ শিলালিপি অগ্রগণ্য। ইহা হইতে আমরা সম্রাটের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানসকল কতক পরিমাণে জানিতে পারি।

শিলালিপি।—

১। জীবহত্যা নিবারণ।—এই অনুশাসন অনুসারে সম্রাটের রন্ধনশালায় যে অসংখ্য জীবহত্যা হইত, তাহা নিয়মিত হইয়া ক্রমে দুইটি ময়ূর ও ক্বচিৎ একটি হরিণে পরিণত হইয়াছে—পরে তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। যজ্ঞে কিম্বা পর্ব্বাদিতেও জীবহত্যা প্রথা নিষিদ্ধ। (খৃঃ পূঃ ২৫৬)

২। মনুষ্য ও পশুদিগের হিতার্থে ঔষধালয় স্থাপন, কূপ খনন, ও বৃক্ষাদি রোপণ ইত্যাদি।

৩। পিতৃমাতৃভক্তি, ব্রাহ্মণ শ্রমণে দান, প্রাণীহিংসা বর্জ্জন, আয়ব্যয় সঙ্কোচ; এই সকল অনুশাসন প্রচার করিবার জন্য পাঁচ বৎসরান্তর রাজকর্ম্মচারীগণ বিভিন্ন প্রদেশসকল পর্য্যটন করিবেন।

৪। কর্ত্তব্যপালন।—যুদ্ধাভিনয়ের পরিবর্ত্তে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শোভাযাত্রা। জীবহত্যা ও অশোভন আমোদ প্রমোদ নিবারণ। আত্মীয়স্বজন, সাধু সন্ন্যাসী, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের প্রতি সদ্ব্যবহার। সম্রাটের উত্তরাধিকারী বংশধরগণ, এই অনুশাসন-মত কল্লান্ত

কাল পর্য্যন্ত এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবেন, এবং সৎপথে থাকিয়া, অপরকে সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও ধর্ম্মোপদেশ দান করিবেন।

৫ম অনুশাসনের উপদেশ যে, সৎকর্ম্ম কঠিন, এবং পাপকর্ম্ম অনায়াসসাধ্য। এই সকল অনুশাসন কার্য্যে পরিণত হইল কিনা, তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য ধর্ম্মাধিকারী নিযুক্ত হইবে। তাঁহারা যে কেবলমাত্র উপদেশ দিবেন, তাহা নহে,—অন্যায় অবিচারের প্রতিবিধান, বিপন্ন ও বার্দ্ধক্যপীড়িতের দুঃখমোচন, এবং বহু পরিবার-ভারগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সহায়তা করাই তাঁহাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য। রাজধানী পাটলিপুত্র এবং প্রধান প্রধান নগরে রাজপরিবারভুক্ত অন্তঃপুরচারিণীদিগের দৈনিক জীবনযাত্রার প্রতি তাঁহারা সাবহিত দৃষ্টি রাখিবেন।

ষষ্ঠ অনুশাসন।—রাজকর্ম্মচারীদিগের শাসনকার্য্যে তৎপরতা, ও দীর্ঘসূত্রতা বর্জ্জন। বিলম্ব নিবারণার্থে সম্রাট সর্ব্বদাই চরমুখে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। আহারে, বিহারে, অন্তঃপুরে, রাজসভায় কিম্বা প্রমোদ-উদ্যানে, যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, কখনই তাহাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল না। "এইরূপে লোকহিত সাধন করিয়া যাহাতে মানব-জীবনের ঋণমুক্ত হইতে পারি, এই আমার নিয়ত চেষ্টা।"

৭ম অনুশাসন।—দানশীলতা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম, কৃতজ্ঞতা, চিত্তশুদ্ধি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—এই সকল অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম সকলেরি পালনীয়।

৮ম অনুশাসন।—মৃগয়া কিম্বা আমোদপ্রমোদ উদ্দেশ্যে

দেশভ্রমণের পরিবর্ত্তে—দরিদ্রে দান, ধর্ম্মশিক্ষা ও আলোচনার নিমিত্ত তীর্থযাত্রা করণীয়। এই সকল স্থানে সম্রাট বিশেষ করিয়া সাধু সন্ন্যাসীদের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহাদিগকে দান করিবেন।

৯ম অনুশাসন।—ধর্ম্মানুষ্ঠান ইহপরকালের সুখের সাধন। গুরুভক্তি, জীবে দয়া, শ্রমণ ব্রাহ্মণে উপযুক্ত দান, দাস দাসীর প্রতি ন্যায়াচরণ, ইহাই ধর্ম্মানুষ্ঠান।

১০ম অনুশাসন।—নিম্নলিখিত দুইটি বচন হইতে এই অনুশাসনের সারমর্ম্ম জানিতে পারা যায়:—

"ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"।

"যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনামুত্রং সুখং নয়েৎ"॥

একাদশ অনুশাসন।—প্রকৃত ধর্ম্ম কি? পিতৃ-মাতৃভক্তি, দাসবর্গ সংরক্ষণ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ব্রাহ্মণ শ্রমণে দান, জীবহত্যা হইতে বিরতি। এই ভাবে চলিয়া মানব ইহকালে পুণ্য ও পরকালে সুগতি লাভ করে।

দ্বাদশ অনুশাসন।—ধর্ম্মমতে ঔদার্য্য। স্বধর্ম্মের স্তুতিবাদ ও পরধর্ম্মের অকারণ নিন্দাবাদ করিবে না। সকল ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে। এই অনুশাসনে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, এই উদ্দেশ্যে নারীদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইবে।

ত্রয়োদশ অনুশাসন।—এই সকল অনুশাসনের মধ্যে ত্রয়োদশ শিলালিপি সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কলিঙ্গবিজয় ও তাহার আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড বর্ণন হইতে ইহার আরম্ভ।

দেবানামপ্রিয়, প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোক বলিতেছেন, "আমার রাজ্যাভিষেকের অষ্টম বর্ষে কলিঙ্গ দেশ বিজিত হয়, এই যুদ্ধে এক লক্ষ পঞ্চাশৎ সহস্র ব্যক্তি বন্দীকৃত ও লক্ষাধিক হত হয়, এবং ততোধিক দৈব-দুর্ব্বিপাকে প্রাণত্যাগ করে।"

কলিঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরেই সম্রাটের শুভ ধর্ম্ম-বুদ্ধি জাগ্রত হয়, যুদ্ধের ভীষণ হত্যাকাণ্ড তাঁহার মনে অনুশোচনার উদ্রেক করে। "বিশেষ ক্ষোভের কারণ এই যে, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, সাধুসন্ন্যাসী ও অপরাপর গৃহস্থগণ—যাঁহারা যুদ্ধের সহিত আদৌ সংশ্লিষ্ট নহেন—তাঁহারাও এই ঘটনাচক্রে দুঃখভাগী হইয়া থাকেন"। এই শিলালিপিতে পঞ্চ গ্রীক রাজ্যে দূত প্রেরণের উল্লেখ আছে।*

প্রিয়দর্শী বলিতেছেন ঃ—

"গ্রীকরাজ আণ্টিওকাসের রাজ্যে (Antiochus) এবং তুরময় (Ptolemy), আণ্টিকিনি, (Antigonus), মক

---

* পঞ্চ গ্রীকরাজ—

1. Antiochus of Syria.
2. Ptolemy of Egypt, father of Ptolemy Philadelphus.
3. Antigonus of Lyciade.
4. Magus of Cyrene.
5. Alexander of Epirus, maternal uncle of Alexander the Great.

(Magus) আলেক্‌সু (Alexander), উত্তরখণ্ডের এই পঞ্চ রাজার, এবং দক্ষিণে তাম্রপর্ণী সীমান্তে চোলপাণ্ড্য রাজাদিগের রাজত্বে, স্বয়ং সম্রাটের অধীন যবন, কাম্বোজ, ভোজ, পিটিনক, আন্ধ্র ও পুলিন্দ প্রদেশে, দেবানামপ্রিয় প্রিয়দর্শীর অনুজ্ঞাসকল যেখানেই প্রচারিত, সেখানেই প্রজাবর্গ আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। দেশ বিজয় বহু প্রকারে হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের জয় সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দজনক।

এই বিজয়ই শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছনীয়। আমার উত্তরাধিকারী এবং বংশধরগণ যাহাতে দিগ্বিজয়ের উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন, সেই অভিপ্রায়ে এই অনুশাসন প্রচারিত হইল।"

চতুর্দ্দশ অনুশাসন।—সম্রাট প্রিয়দর্শীর আদেশক্রমে এইসকল শিলালিপি রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে, বারম্বার নানাস্থানে উৎকীর্ণ করা হইল। যদি ইহাতে কোন ভ্রম প্রমাদ স্থান লাভ করিয়া থাকে, তবে তাহা মার্জ্জনীয়।

এই চতুর্দ্দশ অনুশাসন ভারতের নানাস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। উত্তরে পেশোয়ার হইতে দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত, পশ্চিমে কাটেওয়াড় হইতে পূর্ব্বে উড়িষ্যা অবধি ইহার প্রতিলিপিসকল পাওয়া গিয়াছে। এইসকল স্থানের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। ধৌলী (উড়িষ্যা), কটকের দশক্রোশ দক্ষিণে ও পুরীর দশক্রোশ উত্তরে।

২। গির্ণার—কাটেওয়াড়ে, জুনাগড় নগরের নিকট, সোমনাথের বিশক্রোশ উত্তরে।

৩। জৌগড়,—গঞ্জাম বিভাগ, মাদ্রাজ।

৪। খালসি, যমুনা যেখানে হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইখানে নদীর পশ্চিম তীরে।

৫। মানসাহারা।

৬। সাহাবাজ গড়—পেশোয়ারের উত্তরপূর্ব্ব, ২০ ক্রোশ দূর, ইয়ূসুফ জাই বিভাগে।

ইহার মধ্যে দেরাদূন প্রদেশে মশুরি হইতে পনেরো মাইল পশ্চিমে খালসি নামক স্থানে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ইহাতে ও অন্যান্য অনুশাসন-পত্রে যে ব্রাহ্মীলিপি ব্যবহৃত, তাহাই দেবনাগরী অক্ষরের মূল। বাম হইতে দক্ষিণে লিখিত হয়। কেবলমাত্র উত্তর পশ্চিমে সাহাবাজ গড় প্রভৃতি স্থানে, খরোষ্ঠি অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা পারসিক অক্ষরজাত, দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হয়।

কলিঙ্গানুশাসন।

ইতিপূর্ব্বে চতুর্দ্দশ প্রধান শিলালিপি বর্ণিত হইল; এতদ্ভিন্ন কয়েকটি অপ্রধান শিলানুশাসন আছে—তন্মধ্যে দুইটি, কলিঙ্গানুশাসন নামে অভিহিত। একটি ভুবনেশ্বরের সাত মাইল দক্ষিণ ধৌলি গ্রামের সন্নিকট, অশ্বত্থামা নামা শৈল-গাত্রে খোদিত; অপরটি মাদ্রাজ বিভাগের গঞ্জাম জিলায় জৌগদ নামক ভগ্নদুর্গে আবিষ্কৃত হয়,—দুর্গের মধ্যভাগে একটি শিলাখণ্ডে খোদিত। এই দুই পত্র বিজিত প্রদেশের নাগরিক এবং সীমান্তবর্ত্তী প্রজাবর্গের প্রতি প্রযুজ্য। উভয় পত্রেই বিজিত প্রদেশের সুশাসন

সম্বন্ধে রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রদেশের সীমান্তে অর্দ্ধসভ্য অনার্য্য জাতিসকল বাস করে। তাহাদিগকে আবশ্যকমত কঠোর কিম্বা করুণ শাসনের দ্বারা বশ মানাইতে হইবে। রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন, "প্রজাগণ সকলেই আমার পুত্রতুল্য—আমি আপন সন্তানের ন্যায় তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা করি, এই কথাগুলি তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবে।"

এই সকল শিলালেখ্য অল্প লোকেরি মনযোগ আকর্ষণ করিবার সম্ভাবনা। অতএব সময়ে সময়ে প্রজাসমূহকে একত্রিত করিয়া যেন সম্রাটের এই সকল আদেশ জ্ঞাপন করা হয়।

নাগরিক পত্রে অধিকন্তু আদেশ এই,—যেন কোন প্রজা অন্যায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে।

অপ্রধান শিলালিপি —

অশোকের অনুশাসনগুলি স্নেহবাৎসল্য, দয়াদাক্ষিণ্য, পিতৃ-মাতৃগুরুভক্তি, অহিংসাদি সাধারণ ধর্ম্মনীতির উপর দিয়াই গিয়াছে—অথবা প্রজাহিতার্থে বৃক্ষ রোপণ, কূপ খননাদি পূর্ত্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান আদিষ্ট হইয়াছে। তাহার একটি ভিন্ন অপর কোন শিলালিপিতে প্রিয়দর্শী আপনাকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দেন নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি উদার-পন্থী ছিলেন; প্রত্যুত এক স্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন, "প্রিয়দর্শীর ইচ্ছা এই যে, অবৌদ্ধ পাষণ্ডেরাও তাঁহার রাজ্যে নির্ব্বিঘ্নে বাস করুক। কেননা তাহারাও ভাবশুদ্ধি ও ধর্ম্মের শান্তি কামনা করে।"

কেবল একটিমাত্র অনুশাসনে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ বার্ত্তা ঘোষিত হইতেছে—তাহা অপ্রধান শিলালিপির মধ্যে প্রথম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

১। সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ।—

"আড়াই বৎসর পূর্ব্বে, দেবানামপ্রিয় অশোক রাজা গৃহস্থ-উপাসকরূপে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি বৎসরেক যাবৎ সঙ্ঘভুক্ত হইয়া কায়মনে ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর রহিয়াছেন। এই কালের মধ্যে ভারতবাসীগণ পূর্ব্বে যাঁহারা অসহযোগী ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা দেবতাদের সহযোগী হইয়াছেন।"

এই অনুশাসনের মর্ম্ম গিরিপৃষ্ঠে খোদিত হইয়া ঘোষিত হউক। তোমরা ইহা দিক্‌দিগন্তে ঘোষণা করিয়া দাও। এই ঘোষণা পত্র প্রচারার্থে ২৫৬ জন প্রচারক নিযুক্ত হইল।

এইরূপে সম্রাট অশোক ধর্ম্মরাজ (Pope) এবং পৃথ্বীরাজ (Emperor), এই দুই গৌরব-পদের সঙ্গমক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইলেন।*

বৌদ্ধধর্ম্মে নরপতির প্রবজ্যা গ্রহণের দুইটি উদাহরণ আছে,—খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠাব্দে চীন সম্রাট কাউৎসু, এবং আধুনিক কালে ব্রহ্মরাজ বোদো আপ্রা (খৃষ্টাব্দ ১৭৮১—১৮১৯)। অশোক গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া রীতিমত বৌদ্ধ-পরিব্রাজক-

* Asoka, by J. M. Macphaili (Heritage of India Series)—P. 43.

রূপে শিবির স্থাপনা পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য পর্য্যটন করিতেছেন, সেই এক সুন্দর চিত্র আমাদের কল্পনাপথে উদিত হয়।

২। অপর একটি ধর্ম্মানুশাসন ভাবরা লিপি বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজপুতানার অন্তঃপাতী বৈরাট নামক নগরের নিকটবর্ত্তী শৈল-শিখরস্থিত বৌদ্ধ-সঙ্ঘারামের কোন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে ইহা খোদিত দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আনীত হইয়াছে। ইহাতে সম্রাট মগধ-সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"রাজা প্রিয়দর্শী সঙ্ঘের কুশল কামনা করিতেছেন। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের উপর আমার কি প্রকার ভক্তি শ্রদ্ধা, মহাশয়েরা অবগত আছেন। বুদ্ধ যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সকলই সদুপদেশ, তাঁহার আজ্ঞানুরূপ চলিলে সত্যধর্ম্ম বহুকাল সুরক্ষিত থাকিবে।"

পরে তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ সাতটি ধর্ম্মতত্ত্ব পালিশাস্ত্র হইতে প্রকট করিয়াছেন—

১। বিনয় সমুৎকর্ষ (প্রাতিমোক্ষ হইতে)

২। আর্য্যবশ (সঙ্গীতি সূত্র হইতে)

৩। অনাগত ভয় (অঙ্গুত্তর)

৪। মুনিগাথা।

৫। মৌনী সূত্র।

৬। উপতিসস-পসিণ, উপতিষ্য = সারীপুত্র, পসিণ = প্রশ্ন (বিনয়)

* ৭। রাহুল-বাদ, রাহুলের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ।

এই সকল কথা শ্রমণ, শ্রমণা ও বৌদ্ধ-গৃহস্থগণ প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ ও মনন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে আমি এই অনুশাসন প্রচার করিতেছি।

চতুর্দ্দশ শিলালিপির ন্যায় সপ্ত স্তম্ভানুশাসনও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে সুবিদিত।

সপ্ত স্তম্ভলিপি।—

১। সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের ষড়বিংশতি বৎসরে এই অনুশাসন স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা হয়।

ধর্ম্মানুরাগ, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সাধুচেষ্টা, আত্ম-পরীক্ষা, এই সকল সাধনা ব্যতীত ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হয় না। যাহা হউক, আমার অনুশাসন প্রভাবে এই ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে।

আমার কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ছোট বড় যাহাই হউক, আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া প্রজাবর্গকে—"এই চঞ্চল-চিত্ত লোকসকলকে সৎপথে লইয়া যাইতে সচেষ্ট হইবে।"

২। দয়া, দান, সত্য, চিত্তশুদ্ধি, পুণ্যানুষ্ঠান, পাপাচরণ হইতে বিরতি, ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ।

সম্রাটের অহিংসা প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত অন্য সকলে অনুসরণ করিলে মঙ্গল হইবে।

---

* ইহার মধ্যে (১) এবং (৬) এই দুইটির মূল এখনো ঠিক জানা যায় নাই,—অন্য বচনগুলি ত্রিপিটক শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

৩। লোকে আপনার ভালই দেখে, কি মন্দ তাহা বিবেচনা করে না। ইহা ঠিক নহে, সদসৎ বিচার করা কর্ত্তব্য—রাগ, দ্বেষ, দম্ভ, অহঙ্কার, ঈর্ষা, ক্রূরতা, এই সকল পাপ হইতে বিরত থাকিবে। দেখিবে একপথে ঐহিক সুখ, অপর পথে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল।

৪। শাসনকর্ত্তাদের অধিকার ও কর্ত্তব্য নিরূপণ।—

আমি আমার শাসনকর্ত্তাদিগকে দণ্ডপুরস্কার বিধানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছি, যাহাতে তাহারা নির্ভীক চিত্তে আপন আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে :

তাহারা প্রজাবর্গের সুখদুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিয়া, তাহাদের সুখবর্দ্ধন ও দুঃখ মোচন করিতে যত্নশীল হইবে। আপনাপন অধীনস্থ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক তাহাদের ঐহিক পারত্রিক হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবে।

পিতা যেমন বালককে সুদক্ষ রক্ষকের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন, সেইরূপ আমার কর্ম্মাধ্যক্ষগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাহাদিগকে প্রজার হিত সাধনার্থে নিয়োগ করিলাম। আর একটি এই নিয়ম বাঁধিয়া দিতেছি যে, যে-সকল অপরাধী প্রাণদণ্ড বিধানে বন্দী রহিয়াছে, তাহাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য যেন তিনদিন সময় দেওয়া হয়।

যদি সে দণ্ড অপরিহার্য্য হয়, তথাপি অপরাধীদের পারলৌকিক সুগতি ও প্রজাদিগের মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উত্তেজনা করা আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৫। প্রাণীহত্যা ও পীড়ন নিবারণের ব্যবস্থা।—

কোন প্রাণী প্রাণীদিগের আহার্য্য স্বরূপে ব্যবহৃত হইবে না। পূর্ণিমা ও অন্যান্য পর্ব্বদিনে মৎস্যাদি ধরা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

বন্দীগণের মুক্তিদান।—আমার ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে ২৫ বার বন্দীদিগের কারামোচনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

৬। সম্রাটের উপদেশ এই যে, স্বধর্ম্ম পালন করাই মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

তাহাদের ধর্ম্ম যাহাই হৌক, সকল সম্প্রদায়ের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধন করা আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

৭। ধর্ম্মপ্রচারের নিয়ম।—

কূপ খনন, বৃক্ষ রোপণ, পান্থশালা নির্ম্মাণ, ধর্ম্মাধিকারী নিয়োগ।

সৎপাত্রে দান।—কেবলমাত্র আমার নিজস্ব দান নহে, যাহা যাহা আমার মহিষীদিগের দান, তাহা যোগ্যপাত্রে বিতরিত হয়, ইহাই আমার আদেশ।

আমার অনুশাসনগুলি যাহাতে শাশ্বত কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমি এই সকল স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। *

---

* ১।২। ইহার মধ্যে দুইটি স্তম্ভ (ফিরোজ সা লাট) ফিরোজ সা বাদসার আদেশে সিবালিক এবং মিরাট হইতে স্থানান্তরিত হইয়া দিল্লীতে রাখা হইয়াছে।

৩। আলাহাবাদ—প্রয়াগের দুর্গ মধ্যে।

৪। লৌরিয়া—বেটিয়ার নিকটস্থ লৌরিয়া গ্রামে।

৫। লৌরিয়া—পাটনার উত্তর পশ্চিম ৭৭ মাইল।

উল্লিখিত সপ্ত প্রধান স্তম্ভলিপি ব্যতীত চারিটি অপ্রধান স্তম্ভ-অনুশাসন আছে।

১। সারনাথ। * সম্ভবত পাটলিপুত্র সভার সমসাময়িক (২৪০—২৩২)।

২। কৌশাম্বী।

৩। কাঞ্চী।

এই অনুশাসন ত্রয়ের মর্ম্ম এই, যে-কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সঙ্ঘের মধ্যে বিরোধ সংঘটন করে, সে দণ্ডনীয়। সাধুজনোচিত অভ্যস্ত গৈরিক বসন কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কার করা হইবে,—কারণ সঙ্ঘের ঐক্যবন্ধন ও স্থায়ীত্ব সম্রাটের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৪। দ্বিতীয় মহিষী কুরুবকীর দানের ব্যবস্থা।

আম্রবন, প্রমোদোদ্যান, অন্নছত্র, যাহাই হৌক—মহিষীর নামে এই সকল দানের সুব্যবস্থা হয়—ইহাই সম্রাটের অনুজ্ঞা।

নেপাল তরাই হইতে সংগৃহীত

দুইটি স্মারক-লিপি।—

১। বুদ্ধের জন্মভূমি লুম্বিনী উদ্যানে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা।

---

* বারাণসীর মৃগদাব, যাহা ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের পুণ্যভূমি, তাহা এক্ষণে সারনাথ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে সিংহচতুষ্টয় মণ্ডিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্যসমন্বিত যে একটি অশোক-স্তম্ভের শিরোভাগ কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দর্শনীয়।

রাজস্বের অষ্টমাংশ ব্যতীত রাজপ্রাপ্য অন্যান্য সকল কর হইতে এই গ্রামের প্রজাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইল।

(রুসিন্দেই লেখ)

২। পূর্ব্ববুদ্ধ কনক মুনির সমাধিক্ষেত্রে স্তূপ স্থাপন।

ধর্ম্ম মহামাত্র—প্রতিবেদক।

এই সমস্ত অনুশাসন লিপি হইতে জানা যায় যে, অশোকের রাজত্ব কালে "ধর্ম্ম মহামাত্র" নামে এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন,—ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষণ এবং ধর্ম্মপ্রচার, এই দুই বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত ছিল। প্রজাবর্গের নিম্ন-স্তরেই ধর্ম্মপ্রচারের বিশেষ আবশ্যক, এই হেতু অনার্য্য জাতি-গণের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন উল্লিখিত ধর্ম্মাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। আর এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর নাম প্রতিবেদক, প্রজা-দিগের নীতি সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করা তাহাদেরও কার্য্য ছিল। প্রজাদের আচার ব্যবহার হিতাহিত তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়া তৎসম্বন্ধীয় সকল সংবাদ প্রতিবেদকেরা মহারাজের নিকট আনিয়া দিতেন।

অশোক স্বীয় রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হন নাই,—পথের ধাবে বৃক্ষরোপণ, কূপবাপী খনন, পশুহিংসা নিবারণ, পশু ও মনুষ্যের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় স্থাপন, অন্তঃপুরবাসিনী ও আর আর লোকের জন্য ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তন,—এইরূপ বিবিধ উপায়ে প্রজাগণের হিতসাধনের

চেষ্টা পান। তাঁহার অনুশাসন লিপিতে এই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং কর্ম্মচারী নিয়োগের বার্ত্তা লিখিত আছে।

অশোকের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে পাটলিপুত্রে বৌদ্ধদের তৃতীয় মহাসভা হয়, সে সভায় প্রায় ১০০০ স্থবির ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। মুদ্গলপুত্র তিষ্য তাহার অধ্যক্ষস্থানে ছিলেন এবং সভার কার্য্য প্রায় ৯ মাস ধরিয়া চলে। বিনয় ও ধর্ম্মের পাঠ ও আবৃত্তি—তাহার কোন্ ভাগ শাস্ত্রীয় কোন্ ভাগ অশাস্ত্রীয়—কি গ্রাহ্য কি ত্যজ্য তাহা নিরূপণ, আদিসমাজের নিয়ম ও ধর্ম্ম সংরক্ষণ, সাম্প্রদায়িক মত খণ্ডন ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহা বলা আবশ্যক যে, উত্তর দেশীয় বৌদ্ধশাস্ত্রে এই পাটলিপুত্র সভার কোন উল্লেখ নাই; ইহার বিষয় যাহা কিছু জানা যায়, তাহা এক-দেশ-দর্শী দক্ষিণ শাখার গ্রন্থসকল হইতে জানা গিয়াছে, বিরুদ্ধ পক্ষের কথা শুনিতে পাইলে এ সভার বিবরণ আরো স্পষ্ট বুঝা যাইত।

কিন্তু এ সভার শাস্ত্রীয় বিচার যাহাই হউক না কেন, ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ইহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হয়, এবং এই কার্য্য সুসম্পন্ন করায় ইহার সর্ব্বাধিক গৌরব বলিতে হইবে। সভার কার্য্য শেষ হইবামাত্র অশোক রাজা কাশ্মীর, গান্ধার, মহীশূর, বনবাস (রাজস্থান), অপরন্তক (পশ্চিম পাঞ্জাব), মহারাষ্ট্র, যবন লোক (বক্ত্রিয়া ও গ্রীক রাজ্য), হিমালয়, সুবর্ণ ভূমি (মলয়) এবং লঙ্কাদ্বীপে ধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রেরণ করেন। অশোকের অনুশাসন লিপিতে আরো অনেক দেশের নাম পাওয়া যায়; চোলা (তাঞ্জোর), পাণ্ড্য (মদুরা), সাতপুর (নর্ম্মদার

দক্ষিণ পর্ব্বতশ্রেণী) এবং আণ্টিয়োকসের গ্রীকরাজ্য, এই সকল দেশকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করা অশোকের মনোগত অভিপ্রায় ছিল, এবং তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন ধর্ম্মবিজয়ই সমধিক বাঞ্ছনীয় ও আনন্দজনক।

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম।—

ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে অশোক যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু দেশ বিদেশে প্রেরণ করেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার নিজের পুত্র * মহেন্দ্রের সিংহল প্রয়াণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখন দেবানাং প্রিয় তিষ্য সিংহলের রাজা, তাঁহার নিকট অশোকপুত্র মহেন্দ্র দলবলে উপস্থিত হয়েন। তিষ্য তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন ও আপনি অনতিকালবিলম্বে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অনুরাধাপুরের অনতিদূরে মহিন্তালী পর্ব্বত শিখরে যে বৌদ্ধ মঠ আছে, তাহা তাঁহারই আদেশক্রমে নির্ম্মিত হয়। এই পর্ব্বতাশ্রমে মহেন্দ্র কতিপয় বৎসর যাপন করেন। পাহাড় খুদিয়া তাঁহার জন্য যে গুহাশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্নসকল অদ্যাপি বর্ত্তমান। মহেন্দ্রের পর্ব্বতাশ্রম হইতে নিম্নদেশস্থ সুবিস্তৃত অধিত্যকা দৃষ্টিগোচর হয়। গিরিচ্ছত্র ছায়ায় আশ্রমটী সূর্য্যকিরণ হইতে সুরক্ষিত। জনমানব নাই, সকলি নিস্তব্ধ; নিম্নদেশ হইতেও জনকোলাহল শ্রুতি-গোচর হয় না, কেবল ভ্রমরের গুণ গুণ শব্দ ও বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদ Rhys

* কোন কোন গ্রন্থকারের মতে মহেন্দ্র অশোক রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

Davids এই আশ্রম দর্শন করিয়া বলিয়াছেন "এই শান্তিপুর্ণ শীতল কক্ষে প্রবেশ করিয়া যেদিন এই স্থান দর্শন করিলাম—এই সুন্দর বিজন স্থান যেখানে ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে সেই মহোৎসাহী ধর্ম্মপ্রচারক ধ্যান করিতেন ও লোকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন—সে দিন আমার স্মৃতি-পথ হইতে কখনই অপসারিত হইবার নহে।"

রাজার অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করায় মহেন্দ্র তাঁহার বৌদ্ধ ভগিনী সঙ্ঘমিত্রাকে ডাকিয়া আনাইলেন। পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সঙ্ঘমিত্রা কতকগুলি ভিক্ষুণীসহ সিংহলে উপস্থিত হইলেন ও নূতন শিষ্যদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।

সঙ্ঘমিত্রা সঙ্গে করিয়া বোধিবৃক্ষের এক বৃক্ষশাখা লইয়া আসেন—সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ যাহার তলে বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই শাখা অনুরাধাপুরে রোপিত হয় ও ইহা বদ্ধমূল হইয়া এইক্ষণে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐতিহাসিক বৃক্ষের মধ্যে ইহা অতি প্রাচীন বলিয়া বিখ্যাত। খৃঃ পূঃ ২৮৮ শতাব্দে ইহা রোপিত, সুতরাং ইহার বয়ঃক্রম দুই সহস্র বৎসরের অধিক হইবে।

সিংহলে এই ধর্ম্মের প্রভাব অব্যাহত ছিল।

দেবানাংপ্রিয় তিষ্য—যাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়—৪০ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উত্তীয় তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়েন। তিষ্যের মৃত্যু হইতে অভয় দত্ত-গামিনীর রাজ্যপ্রাপ্তির মধ্যে প্রায় ৯৬ বৎসর অতিবাহিত হয়।

দত্তগামিনীর রাজ্যারম্ভ মোটামুটি খৃঃ পূঃ ১১০ ধরা যাইতে পারে।

এই রাজা সঙ্ঘের প্রধান পরিপোষক ছিলেন এবং স্তূপ, বিহার লৌহ-প্রাসাদ, স্তম্ভ প্রভৃতি ইমারতসকল নির্ম্মাণ করেন। গৌতমের মৃত্যুর ৩৩০ বৎসর পরে বত্ত-গামনীর রাজত্বকালে ত্রিপিটক বৌদ্ধশাস্ত্র সিংহলী হইতে পালি ভাষায় প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। (মহাবংশ)

মহেন্দ্রের কয়েক শতাব্দী পরে বুদ্ধঘোষ সিংহলে আসিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষ্য (অর্থকথা) প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। মহেন্দ্রের নীচেই তাঁহার নাম সিংহলে প্রকীর্ত্তিত। ৪৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে গমনপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপরে শ্যামদেশে ঐ ধর্ম্ম প্রবেশ করে, তথা হইতে সুমাত্রা যবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য স্থানে নীত হয়। সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে অনেকানেক বৌদ্ধ ভিক্ষু তিব্বত, নেপাল, সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে গমন করত ধর্ম্ম প্রচার করেন। ধন্য তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ! ধন্য তাঁহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায়!

গ্রীকরাজ মিলিন্দ।—

খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সময় ভারতে গ্রীকরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও ঐ ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন ও গ্রীকরাজ

মিলিন্দের মধ্যে যে বৌদ্ধমত সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা আছে, তাহাতে নাগসেন যবনরাজের সমুদয় যুক্তিতর্ক খণ্ডন করিয়া কিরূপে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বৌদ্ধ তপস্বীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজা কনিষ্ক।—

খৃষ্টাব্দ প্রবর্ত্তনের কিছু পূর্ব্বে এক শক-জাতীয় নৃপতি উত্তর ভারতখণ্ডে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। ঐ জাতীয় তৃতীয় রাজা কনিষ্ক কাবুল হইতে পঞ্জাব, সিন্ধু হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত এক সুবিস্তৃত রাজ্য পত্তন করিয়া যান। কাশ্মীর তাঁহার রাজধানী। কনিষ্ক একজন উৎসাহী বৌদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহার গুরু পার্শ্বকের পরামর্শানুসারে জালন্ধরে ৫০০ ভিক্ষুর এক মহাসভা আহ্বান করেন, বসুমিত্র তাহার সভাপতি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই সভায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের তিনটী মহাভাষ্য সংস্কৃত ভাষায় প্রস্তুত হয়, কিন্তু এই সকল গ্রন্থ হইতে মূলধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন সাহায্য হয় নাই। দক্ষিণে প্রথম হইতে বৌদ্ধশাস্ত্রসমুদায় ভাষায় প্রস্তুত হওয়াতে ধর্ম্মবিষয়ক উচ্ছৃঙ্খলতা অনেকাংশে নিবারিত হয়; উত্তরে সেরূপ দেখা যায় না। সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম কোন বন্ধন না পাইয়া কামরূপী মেঘের ন্যায় নানা স্থানে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। হুয়েন সাং বলেন, এই ত্রিভাষ্য কতিপয় তাম্রপত্রে মুদ্রিত এবং এক প্রস্তরনির্ম্মিত বাক্সে বন্ধ হইয়া মাটীতে পুঁতিয়া রাখা হয় ও তদুপরি এক দাঘোবা নির্ম্মিত হয়। হুয়েন সাঙের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে

হয়ত এই ত্রিভাষ্য এখনও পর্য্যন্ত ভূগর্ভে নিহিত আছে, ঐ স্থানে খনন করিতে করিতে ঐ বহুমূল্য তাম্রপাত্র গুলি আবিষ্কৃত হইয়া বৌদ্ধ-সমাজে প্রচারিত হইতে পারে—আশ্চর্য্য কি?

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম।—

৬১ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃত পত্তন হয়। প্রবাদ এই যে, তখনকার সম্রাট মিং-তি স্বপ্ন দেখেন একটি সোণার দেবতা তাঁহার প্রাসাদে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া তাহার অর্থ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন। মন্ত্রী এই অর্থ করেন যে পশ্চিমাঞ্চলে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছে, হয়ত তাঁহার সঙ্গে এই স্বপ্নের কোন যোগ থাকিবে। চীন সম্রাট বুদ্ধের আসল তথ্য জানিবার নিমিত্ত ভারতে দূত প্রেরণ করেন। দূতগণ দুই জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও পুঁথি ছবি প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস লইয়া প্রত্যাগমন করেন। সম্রাট ভিক্ষুদের উপদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার রাজধানীতে এক বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। সেই সময় হইতে চীন দেশে অল্পে অল্পে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইতে লাগিল। পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী কুমারজীব অপর ৮০০ ভিক্ষুক সাহায্যে চীন ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করেন। বুদ্ধঘোষ-কৃত বুদ্ধচরিত কাব্য উদীচ্য Liang বংশের রাজত্বকালে খৃঃ ৪১৪ হইতে ৪২১ অব্দ মধ্যে ধর্ম্মরক্ষক নামক পণ্ডিত কর্ত্তৃক চীন ভাষায় অনুবাদিত হয়। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, চারিটি

সূর্য্যোদয়ে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়াছে, বুদ্ধচরিত কাব্য প্রণেতা বুদ্ধঘোষ উহাদের অন্যতম। তৎপরে ফাহিয়ান, হুয়েন সাং, ইৎসিং প্রভৃতি চীন পরিব্রাজকগণ ভারতের তীর্থ হইতে ফিরিয়া স্বদেশে ঐ ধর্ম্ম বিস্তার করেন; ক্রমে কনফুসস্, তাও-মত ও অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্মসংস্কারের সংশ্রবে চীনদেশীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এইক্ষণকার বিমিশ্র ভাব ধারণ করিয়াছে। ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে চীন ও কোরিয়া হইতে ঐ ধর্ম্ম জাপানে প্রবেশ লাভ করে। এইরূপ দক্ষিণে উত্তরে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া যায়।

মার্কিণ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম।—

ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণে সিংহল শ্যাম ব্রহ্মাদি দেশে, উত্তরে নেপাল তিব্বত কাবুল গান্ধার, পূর্ব্বে চীন, চীন হইতে মোঙ্গলিয়া, কোরিয়া জাপান ও মধ্য এসিয়া খণ্ডে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম 'দূরাৎ সুদূরে' ছড়াইয়া পড়ে—এসকল ত জানা কথা; কিন্তু কলম্বসের আবিষ্ক্রিয়ার ১০০০ বৎসর পূর্ব্বেও যে বৌদ্ধ প্রচারকগণ ঐ ধর্ম্ম আমেরিকায় লইয়া যান, এ কথা অনেকের নূতন ঠেকিবে। বাস্তবিক যে তাহাই ঘটিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিষয়টী এরূপ কৌতুকাবহ যে, পাঠক-গণের সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। "কলম্বসের পূর্ব্বে আমেরিকার আবিষ্ক্রিয়া" শীর্ষক একটী সচিত্র প্রবন্ধ আমেরিকার এক মাসিক পত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হই-য়াছে, এই স্থলে তাহা সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল; যাঁহারা সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ পত্র আনাইয়া দেখিবেন।

কতকগুলি প্রমাণ হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে যে, পাঁচজন বৌদ্ধ ভিক্ষু রুষের উত্তর সীমা কামস্কাট্‌কা হইতে পাসিফিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আলাস্কা দিয়া আমেরিকায় প্রবেশ পূর্ব্বক দক্ষিণে মেক্সিকো পর্য্যন্ত গমন করেন। ঐ পথ দিয়া আমেরিকা যাত্রা দুরূহ ব্যাপার নহে; মধ্যে যে আল্যুসিয়াদি দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া কি সহজে আমেরিকা পৌঁছান যায়, মানচিত্র দৃষ্টে তাহা বুঝিতে পারিবেন; বলিতে কি, চীন পরিব্রাজকদিগের স্থল-পথ দিয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ অপেক্ষা অনেক সহজ। মেক্সিকো ও তৎসন্নিহিত আদিম আমেরিকান-দের ইতিহাস, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপের চিহ্নসকল এই ঘটনার সত্যতা বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচীন চীন গ্রন্থাবলীতে ফুসং নামক এক পূর্ব্বদেশের উল্লেখ আছে, সে দেশের এক বৃক্ষ হইতে ফুসং নাম গৃহীত হয়। বর্ণনা হইতে মেক্সিকো দেশে 'আগুয়ে' বা 'মাগুয়ে' যে বৃক্ষ জন্মে, তাহার সহিত ফুসং বৃক্ষের সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয়।

চীন সাহিত্যে হুইসেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামে একটী গ্রন্থ আছে, তার লেখাটী অত্যন্ত সরল, এমন কোন অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই যাহা লেখকের কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মনে হয়। এই বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, হুই-সেন কাবুলবাসী ছিলেন, ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে য়ু-আন সম্রাটের রাজত্ব কালে ফুসং হইতে কিঞ্চেন রাজধানীতে আগমন করেন। তখন রাজ্য-বিপ্লব বশতঃ তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, বিদ্রোহ থামিয়া গেলে পরবর্ত্তী নূতন সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি

ফুসং হইতে কৌতুকজনক নানা নূতন নূতন সামগ্রী ভেট লইয়া আসেন, তাহার মধ্যে একরকম কাপড় ছিল, তাহা রেশমের মত নরম অথচ তার সূতা এরূপ কঠিন যে, কোন ভারি জিনিস ঝুলাইয়া রাখিলেও ছিঁড়িয়া যায় না। মেক্সিকোর 'আগুয়ে' গাছ হইতেও ঐ রকম রেশম উৎপন্ন হয়। আর একটী সুন্দর ছোট দর্পণ উপহার দেন, যাহার অনুরূপ দর্পণ মেক্সিকো অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ব্যবহৃত হইত। রাজাজ্ঞায় হুই-সেনের ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার কথামত লিখিয়া লওয়া হয়, তাহার সারাংশ এই ঃ—

পূর্ব্বে ফুসংবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্মের কিছুই জানিত না, ৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সুং বংশীয় তা-মিং সম্রাটের রাজত্বকালে কাবুল হইতে পাঁচজন বৌদ্ধভিক্ষু ফুসং গমন করত সে ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেখানকার অনেকে বৌদ্ধ-ভিক্ষুরূপে দীক্ষিত হয়, ও তখন হইতে লোকদের রীতিনীতি সংশোধন আরম্ভ হয়। পরিব্রাজক ভিক্ষুরা কামস্কাট্‌কা হইতে কোন্ পথ দিয়া কিরূপে যাত্রা করেন, কোন্ পথ কত দূর, অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ, ঐ গ্রন্থে সকলি বিন্যস্ত আছে। ফুসং বৃক্ষের গুণাগুণ, তার ছাল হইতে সূতা বাহির হওয়া ও বস্ত্র বয়ন এবং তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত যথাযথ বর্ণিত আছে। সেদেশে একপ্রকার রাঙ্গা পিয়ারা ও প্রচুর দ্রাক্ষা জন্মানোর কথা আছে, যাহা মেক্সিকো প্রদেশের ফলের সঙ্গে ঠিক মেলে। ও দেশে তাম্র পাওয়া যায়, লৌহ খনি নাই, সোনা রূপার ব্যবহার নাই, জিনিসের দরের ঠিক নাই। ওখানকার লোকেদের রাজ্যতন্ত্র, রীতিনীতি, বিবাহ ও

অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতি, নগর দুর্গ সেনা ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, এই সকল বিষয়ের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত আদিম আমেরিকা, বিশেষতঃ মেক্সিকো অঞ্চলে যাহা দেখা যায়, তাহার চমৎকার ঐক্য দৃষ্ট হইবে।

মেক্সিকোবাসীদের মধ্যে এক জনশ্রুতি আছে যে, একজন শ্বেতকায় বিদেশী পুরুষ, লম্বা শুভ্র বসন তার উপর এক আলখাল্লা, এই বেশে আগমন করেন। তিনি লোকদিগকে পাপ পরিহার, ন্যায় সত্য ব্যবহার, শিষ্টাচার, মিতাচার এই সমস্ত ব্যবহারধর্ম্মের উপদেশ দেন। পরে সেই সাধু পুরুষের উপর লোকের উৎপীড়ন আরম্ভ হওয়াতে, তিনি প্রাণভয়ে হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন কেহই সন্ধান পাইল না, শুধু এক পাহাড়ের উপর তাঁর পদচিহ্ন রাখিয়া গেলেন। তাঁহার স্মরণার্থ ম্যাগডালিনা গ্রামে তাঁহার এক প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, তার নাম উই-সি-পেকোকা, সম্ভবতঃ 'হুই-সেন-ভিক্ষু' নামের অপভ্রংশ। আর একজন বিদেশী ভিক্ষু কতকগুলি অনুচর সঙ্গে প্যাসিফিক সাগর তীরে আসিয়া নামেন। হয়ত তাঁহারা উল্লিখিত পঞ্চ ভিক্ষু। এই সকল ভিক্ষুরা যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তাহা অনেকটা বৌদ্ধমতের অনুরূপ। স্প্যানিষ জাতি কর্ত্তৃক আমেরিকা বিজয় কালে তাঁহারা মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার জনপদে যে ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস প্রচলিত দেখেন; তাহাদের শিল্প, গৃহনির্ম্মাণ-কৌশল, মাস গণনার রীতি প্রভৃতি যাহা প্রত্যক্ষ করেন,—এসিয়ার ধর্ম্ম ও সভ্যতার সহিত তাহার এমন আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য যে, তাহা দুই দেশের পরস্পর লোকসমাগম ভিন্ন আর কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

আর এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা ভাষাগত। এসিয়া খণ্ডে 'বুদ্ধ' নামের তেমন চলন নাই। বুদ্ধের জন্মনাম গৌতম এবং জাতীয় নাম শাক্যই প্রচলিত। এই দুই নাম এবং তাহার অপভ্রংশ শব্দ মেক্সিকোর প্রদেশসমূহের নামে মিলিয়া গিয়াছে। দেশীয় যাজকদের নাম এবং উপাধিও ঐরূপ সাদৃশ্য-ব্যঞ্জক।

গ্বাতেমালা = গৌতম আলয়, হুয়াতামো ইত্যাদি স্থানের নাম; পুরোহিতের নাম গ্বাতেমোট্‌-জিন—'গৌতম' হইতে ব্যুৎপন্ন বোধ হয়। ওয়াস্কাকা, জাকাটেকাস, শাকাটাপেক, জাকাটলাম, শাকা পুলাস—এই সকলের আদি পদে শাক্য নামের সাদৃশ্য দেখা যায়। মিক্‌স্‌টেকার প্রধান পুরোহিতের উপাধি হচ্ছে "তায়-সাক্কা" অর্থাৎ শাক্যের মানুষ। পালেঙ্কে একটী বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার নাম "শাক্-মোল" (শাক্যমুনি)। কোলোরাডো নদীর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে একজন পুরোহিত বাস করিতেন, তাঁর নাম গৌতুশাক্কা (গৌতম শাক্য)। তিব্বতী কোন নাম চা'ন ত দেখিতে পাইবেন মেক্সিকোর পুরোহিতের নাম লামা। আর এক কথা, মেক্সিকো দেশের নাম সেখানকার এক বৃক্ষ হইতে হইয়াছে; হুই-সেন যদি ঐ দেশে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে ফুসং বৃক্ষ হইতে দেশের নামকরণ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমেরিকায় এমন কতকগুলি জিনিস পাওয়া গিয়াছে, যাহা সে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের মূর্ত্তিমান প্রমাণ স্বরূপ। ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি, সন্ন্যাসী বেশধারী বৌদ্ধ-ভিক্ষু মূর্ত্তি, হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি (আমেরিকায় হস্তীর ন্যায়

কোন জন্তু নাই), চীন পাগোডাকৃতি দেবালয়, প্রাচীরের গায়ে চিত্র, খোদিত শিলা, স্তূপ বিহার অলঙ্কার, এই সকল জিনিসে বৌদ্ধধর্ম্মের ছাপ বিলক্ষণ পড়িয়াছে।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে অধ্যাপক ফ্রায়র (Fryer)* স্থির করিয়াছেন যে, ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ প্রচার কার্য্যে আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক বিঘ্ন বাধা আপদ বিপদ অতিক্রম করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্যসিদ্ধিও করিয়াছিলেন। এইক্ষণে জাপানের সিন্‌স্যু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ী তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী হইয়াছেন। স্যানফ্রান্সিস্কো সহর তাঁহাদের মিসনের পীঠস্থান। ইহার মধ্যে তাঁহারা ক্যালিফর্ণিয়া অঞ্চলে পাঁচজন প্রচারক প্রেরণ করিয়া মিসনের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রচারকেরা সেখানে যে ধর্ম্ম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ৫০০ জাপানী বৌদ্ধ তাহার সভ্য। ক্যালিফর্ণিয়ার আর আর সহরে এই সভার ভিন্ন ভিন্ন শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে। আমেরিকানদের জন্য প্রতি রবিবারে ইংরাজি ভাষায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুযায়ী উপাসনাদি হইয়া থাকে। বিংশতি বা ততোধিক আমেরিকান তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে ১১ জন আমেরিকান বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইয়াছেন, ইহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সারবত্তার সামান্য পরিচায়ক নহে।

---

*"The Buddhist Discovery of America,"
Harper's Magazine,
July, 1901.

উপসংহার।—

গৌতম যদি শুধু দর্শন-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে কৃতকার্য্য হইতেন কি না সন্দেহ। ন্যায় সাংখ্য বেদান্তাদি ষড় দর্শনের পাশে হয়ত বৌদ্ধ দর্শন সাত ভাইয়ের এক ভাই বলিয়া গণ্য হইত, আর কিছু নয়। সেইরূপ আবার বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রবলেও হিন্দু-সমাজ বিকম্পিত হইত না। জাতি বর্ণ ছোট বড় বিচার না করিয়া বুদ্ধদেব সাধারণ সকল মনুষ্যের উপযোগী বিশুদ্ধ ব্যবহারধর্ম্মের শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার উপদিষ্ট নীতিশিক্ষা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মশাস্ত্রেরও অঙ্গীভূত, সেরূপ উচ্চ শিক্ষার গুণে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সাহায্য হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। বাকী রহিল বিনয়-শাস্ত্র নিয়মে বৌদ্ধ-সমাজ বন্ধন, এক কথায় 'সঙ্ঘ'—এই এক শক্তি বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের মুখ্য সাধন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহা ছাড়া, সেই সময়কার রাজকীয় অবস্থাও এই নূতন ধর্ম্ম বিস্তার পক্ষে অনুকূল বলিতে হইবে। নানাদিক হইতে নানা প্রকার শক্তি আসিয়া তখন ভারতের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালে দেশীয় আচার বিচারের অনেক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্ম কতকগুলি কর্ম্মজালে আচ্ছন্ন হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। সেই সময় আবার সেকন্দর-সা'র ভারত আক্রমণ হইতে যবন আধিপত্যের সূত্রপাত; অবশেষে গ্রীক প্রতাপ রোধ করিয়া মৌর্য্যবংশীয় শূদ্র রাজাদের অভ্যুদয়। সেকন্দর এদেশে কোন চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি এদেশ

ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধ রাজ্য অধিকার করেন। চন্দ্রগুপ্ত জাতিতে শূদ্র ছিলেন। মৌর্য্যবংশীয় শূদ্র রাজাদের রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় ও বিস্তার। মৌর্য্য বংশীয় রাজাদের এই ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক টান থাকা স্বাভাবিক। ভারতে এ দুইই নূতন শক্তি, উভয়েই ব্রাহ্মণ্যের বিরোধী—বৈদিক ধর্ম্মাসনে বৌদ্ধধর্ম্ম--ক্ষত্রিয়ের আসনে শূদ্র রাজা। শীঘ্রই এই দুই দলের মধ্যে সখ্যবন্ধন হইল। অশোক রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও পোষণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ এবং রাজকীয় দূরদর্শিতা দুয়েরই পরিচয় দিলেন। দূর দূরস্থিত রাজাদের সহিত অশোকের মিত্রতা-বন্ধন এই ধর্ম্ম প্রচারের আনুষঙ্গিক ফল। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রকে দিয়া দাক্ষিণাত্যেও তিনি তাঁহার ধর্ম্মাধিকার বিস্তার করিলেন। পরে একদিকে যেমন মৌর্য্যবংশের অবনতি হইল, অন্যদিকে, অর্থাৎ ভারতের উত্তর খণ্ডে, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া গ্রীক্, পার্থিয়ান শকজাতির প্রভুত্ব বিস্তার হইতে চলিল। বৌদ্ধধর্ম্ম এই রাজ্য-বিপ্লবের ফলভাগী হইলেন। ব্রাহ্মণ্য কেবল হিন্দু জাতিতেই আবদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্ম সকল জাতির সাধারণ সম্পত্তি। যবন রাজাদের সঙ্গে উত্তর হইতে যে সকল অসভ্য জাতি ভারতে প্রবেশ করিল, বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাদের আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। তা ছাড়া অশোকের প্রতাপে যেমন দাক্ষিণাত্য বিজিত হইয়াছিল, ঐ সকল রাজার প্রভুত্ববলে তেমনি হিমালয়ের ওদিক্‌কার প্রদেশ, আফগানিস্থান, বাক্ত্রিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে তাহার প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত হইল।

উদয়াচল হইতে মধ্যাহ্ণে উঠিয়া পরে ঐ ধর্ম্ম কালক্রমে অস্তোম্মুখ হইল। একদিকে যেমন সঙ্ঘ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও উন্নতি, আবার সে ধর্ম্মের পতনের কারণও সেই সঙ্ঘ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মজ্জাগত একটী ঔদার্য্য আছে, তাহাতে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকদিগকে স্বদলে টানিয়া লওয়া তাহার পক্ষে কঠিন নহে। মত ও বিশ্বাসের প্রভেদে তাঁহার এমন কিছু যায় আসে না। মতের অমিলে তিনি খৃষ্টীয় ইনকিজিসানের অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু একটী বিষয় তাঁহার অসহনীয়, সে কি না বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ—জাতি-ভেদ প্রথার মূলোচ্ছেদ-চেষ্টা। কোন নূতন সম্প্রদায় যতক্ষণ হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী হইয়া না দাঁড়ায়, ততক্ষণ তাহাদের মতামত তিনি নিরপেক্ষ ভাবে দৃষ্টি করেন। এই হেতু বৌদ্ধ দর্শন-শাস্ত্রও নয়, বৌদ্ধ নীতি শাস্ত্রও নয়, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্যের বৈরভাব উদ্রেক হইবার কারণ অন্য। আমার মতে "সঙ্ঘ"—তাহার খাঁটী ধর্ম্মভাগটুকু নয়, সঙ্ঘের সামাজিক বন্ধন—দুই প্রতিযোগী ধর্ম্মের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার প্রধান কারণ। যখন বৌদ্ধ-সঙ্ঘ কতকগুলি বিশেষ নিয়মে গঠিত হইয়া হিন্দু-সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইল, যখন সে ব্রাহ্মণ শূদ্র গৃহী সন্ন্যাসী সকলকেই অবাধে স্বদলভুক্ত করিতে লাগিল; বিশেষতঃ যখন রাজারা, ধনাঢ্য গৃহস্থেরাও তাহাকে বহুমূল্য দানাদি দ্বারা প্রশ্রয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—তখন তাহা হিন্দু-সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ্য স্বীয় আধিপত্য ও অর্থোপার্জ্জনের পথ যুগপৎ অবরুদ্ধ দেখিয়া তাহার বিরুদ্ধে

কটিবদ্ধ হইল। আমার মনে হয় বেদাচারবিরুদ্ধ সঙ্ঘের স্বতন্ত্র গঠন প্রণালী হইতেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের সাজ্ঘাতিক বিরোধের সূত্রপাত। একদিকে ব্রাহ্মণ্যের গৃহাশ্রম, অন্যদিকে বৌদ্ধ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসধর্ম্ম; এক সমাজ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্য সমাজ মনুষ্যের সাম্যবাদী কঠোর ধর্ম্মনীতিমূলক; এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি কতদিন আর শান্তি সদ্ভাবে কার্য্য করিবে? এই বিরোধ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া অবশেষে ব্রাহ্মণ্যের জয়, বৌদ্ধধর্ম্মের পতন সঙ্ঘটিত হইল।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম কোনকালে সমূলে নির্ম্মূল হয় নাই। অনেক বৎসর ধরিয়া এই দুই ধর্ম্ম পরস্পর শান্তি সদ্ভাবে একত্রে বাস করে। হুয়েন সাং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে, রাজা শিলাদিত্য ব্রাহ্মণ শ্রমণ উভয় পক্ষেরই আনুকুল্য করিতেন, উভয় দলকেই আমন্ত্রণ দানাদির দ্বারা পরিতুষ্ট রাখিবার প্রয়াসী ছিলেন। প্রয়াগে যখন তাঁহার মহাসভা হয়, তখন তাহাতে উভয়ধর্ম্মাবলম্বী আচার্য্যদের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা চলে, এবং বুদ্ধ সবিতা শিবমূর্ত্তি এক এক দিন এক এক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হয়। নাগানন্দ নামক বৌদ্ধ নাটক ঐ সময়কার প্রণীত, তাহাতেও বিভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়; ঐ নাটকের নান্দীতে 'মারদুহিতা অপ্সরাগণের মায়া-মন্ত্রে অপরাজিত' ধর্ম্মবীর বুদ্ধের অবতারণা আছে। ইলোরা ও অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধ ও হিন্দু গুহামন্দির পাশাপাশি দেখা যায়, তাহাও এই দুই ধর্ম্মের সদ্ভাব-সূচক। খৃষ্টাব্দের একাদশ

শতাব্দেও পশ্চিমাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব উপলক্ষিত হয়। বেহার ও গোদাবরী প্রদেশে খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ নৃপতিগণের রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের নিতান্ত হীনাবস্থা। 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটক, যাহা সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ব্রাহ্মণ্যের আসন্ন বিজয় সূচিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উহার চিহ্নসকল স্থানে স্থানে বর্ত্তমান, তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্ম কিরূপে কোথা হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, আশ্চর্য্য!

বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংস—কারণ-নির্ণয়।—

ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার কারণ কি? এই প্রশ্ন লোকের মনে সহজেই উৎপন্ন হয়, এবং ইহার উত্তরে নানা মুনি নানা মত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও মুসলমানদের উৎপীড়নে বৌদ্ধেরা এদেশ হইতে বিতাড়িত হয়; এ মত যে নিতান্ত অমূলক তাহাও বলা যায় না। হিন্দুরা এক সময় বৌদ্ধদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহার উদাহরণ স্বরূপ রাজা সুধন্বার নৃশংস আদেশ-পত্র প্রকটিত হইয়াছে। তেমনি আবার মুসলমানেরা মুণ্ডিতমস্তকগণকে যারপরনাই উৎপীড়ন করেন—তাহাদের তীর্থক্ষেত্রসকল লণ্ডভণ্ড বিনষ্ট করিয়া ফেলেন, তাহারও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা মানিয়া নিলেও, এইরূপ স্থানীয় সাময়িক অত্যাচার বৌদ্ধধর্ম্মের সমূল উৎপাটনের প্রকৃত কারণ রূপে নির্দ্দেশ করা

যায় না। যে দেশ ধর্ম্মবিষয়ক এমন ঔদার্য্যগুণের জন্য প্রথিত, যে দেশে পরস্পরবিরোধী এত প্রকার মত ও সম্প্রদায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবাধে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে, সে দেশ হইতে নিরীহ বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলী তাড়াইবার জন্য কেনই বা সকলে খড়গহস্ত হইবে? আর এক দলের মত এই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশ হইতে বলপূর্ব্বক বিতাড়িত হয় নাই—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত আস্তে আস্তে মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম আপনার নিজস্ব মতসম্পত্তির বিনিময়ে ব্রাহ্মণ্যের কতকাংশ হরণ করিলেন—ব্রাহ্মণ্যও কতক কতক বিষয়ে প্রতিপক্ষের মত ও ভাব গ্রহণ করিলেন; এইরূপে পরস্পরে ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষীণ-প্রাণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রখর ব্রহ্মতেজে বিলীন হইয়া গেল! আমার বিবেচনায় এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব। শৈব শাক্ত তান্ত্রিক মত বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহার যে কি রূপান্তর ও বিকৃতি উৎপাদন করিয়াছে আমরা তাহা কতক কতক দেখিয়াছি; এইরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিতও তাহার আদান প্রদান সংঘটিত হয় সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের ঐকান্তিক দুঃখবাদরূপ কঠোর ধর্ম্মনীতির কাঠিন্য নিবারণচেষ্টা—আত্মপ্রভাবের সহিত দেব-প্রসাদের সংমিশ্রণ—নিরীশ্বরবাদের স্থানে বুদ্ধ-দেবাদির পূজা-র্চ্চনা—নির্ব্বাণের স্থানে স্বর্গনরক কল্পনা—এই সমস্ত পরিবর্ত্তনে ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব বিলক্ষণ প্রতিভাত হয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম এই-রূপে তাঁর নিজস্বত্ব বিসর্জ্জন করিবার দরুণ আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। আর একদিকে দেখিতে পাই বৌদ্ধধর্ম্মের সার্ব্ব-ভৌম প্রেম ও মৈত্রীভাব, অহিংসা দয়া দাক্ষিণ্য, মনুষ্যে মনুষ্যে

সাম্যভাব ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ, বর্ণবিচার বর্জনে আপামর সাধারণের জ্ঞান-ধর্ম্মে সমান অধিকার, বৈষ্ণব ধর্ম্ম এই সমস্ত উদার নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক বৌদ্ধদের নিজের অস্ত্রে তাহাদিগকে মর্ম্মাহত করিলেন। অপিচ, বিষ্ণুর দশাবতার অবতারণ করিয়া বুদ্ধাবতারগণকে পদচ্যুত করিলেন—শুধু তা নয়, বুদ্ধদেবকেও আপনাদের দেবমণ্ডলী মধ্যে স্থান দান করত আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। দেখুন হিন্দুরা লোকভুলানো মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগে কেমন পটু! তাঁহারা ধ্যানস্থ বুদ্ধকে যোগাসনারূঢ় মহাদেব গড়িয়া তুলিয়াছেন, কত কত বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধক্ষেত্র আপনাদের তীর্থ ও ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন, এবং বৌদ্ধদের ধর্ম্মক্রিয়া যাত্রা মহোৎসবাদিরও অনুকরণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বুদ্ধগয়ায় একটি দেবালয়ে একখানি গোলাকৃতি প্রস্তরে দুইটি পদচিহ্ন আছে। ঐ দেবালয়ের নাম বুদ্ধপদ ছিল, পরে তাহা বিষ্ণুপদ বলিয়া প্রচারিত হয়। গয়াও পূর্ব্বে বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল; পরে একটি প্রধান হিন্দুতীর্থ হইয়া উঠিয়াছে। গয়ামাহাত্ম্যে সুস্পষ্ট লিখিত আছে, তীর্থযাত্রীরা বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিবার পূর্ব্বে বুদ্ধগয়া গমন পূর্ব্বক বোধিবৃক্ষকে প্রণাম করিবেন—

ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধি তরুং নমেৎ।

জগন্নাথ ক্ষেত্র।—

জগন্নাথ ক্ষেত্রের ব্যাপারটিও বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বিলক্ষণ সংশ্লিষ্ট। জগন্নাথ বুদ্ধাবতার এইরূপ একটি জনশ্রুতি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। দশাবতারের চিত্রপটে বুদ্ধাবতার স্থলে

জগন্নাথের প্রতিরূপ চিত্রিত হয়। জগন্নাথের ত্রিমূর্ত্তি, রথযাত্রা, বিষ্ণুপঞ্জর প্রবাদ, বর্ণবিচার পরিহার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বৌদ্ধভাব প্রচ্ছন্ন দেখা যায়। শ্রীক্ষেত্রে বর্ণবিচার পরিত্যাগ হিন্দুধর্ম্মের অনুগত নয়—সাক্ষাৎ বৌদ্ধ-আদর্শ হইতে গৃহীত বলিলে বলা যায়। হুয়েন সাং উৎকলের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রতটে চরিত্রপুর নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখিয়া যান। ঐ চরিত্রপুরই এইক্ষণকার পুরী বোধ হয়। উহার নিকটে পাঁচটি অত্যুন্নত স্তূপ ছিল। কনিংহাম সাহেব অনুমান করেন তাহারই একটি জগন্নাথের মন্দির। খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধেরা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন এই মন্দির প্রস্তুত হয়। স্তূপের মধ্যে বুদ্ধদেবের অস্থি কেশ প্রভৃতি দেহাবশেষ সমাহিত থাকে, ইহার দেখাদেখি জগন্নাথের বিগ্রহ মধ্যে বিষ্ণুপঞ্জর অবস্থিত, এইরূপ এক প্রবাদ রটিয়া গিয়াছে। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতে তীর্থযাত্রার সময় পথিমধ্যে তাতার দেশের অন্তর্গত খোটান নগরে একটি বৌদ্ধ মহোৎসব সন্দর্শন করেন, তাহাতে এক রথে তিনটি প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া আসেন। মধ্যস্থলে বুদ্ধ মূর্ত্তি ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। জগন্নাথের রথযাত্রা সম্ভবতঃ খোটানস্থ বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার অনুকরণ, এবং জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা বৌদ্ধত্রিমূর্ত্তির রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভূপালের প্রায় ৯ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর বেতোয়া নদীতীরস্থ সাঞ্চিগ্রামে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অনেকগুলি স্তূপাদি আছে। সেই স্থানের দক্ষিণ দ্বারে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ী তিনটি ধর্ম্মযন্ত্র একত্র খোদিত রহিয়াছে।

কনিংহাম সাহেব ঐ তিনটি বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এই ত্রিমূর্ত্তির বিজ্ঞাপক হওয়াই অতিমাত্র সম্ভাবিত বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি সাঞ্চি, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানাস্থান হইতে, এমন কি, শক রাজাদিগের মুদ্রা হইতেও ঐ ধর্ম্ম-যন্ত্র অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লিখিত তিনটি ধর্ম্মযন্ত্রের সহিত জগন্নাথাদির তিন মূর্ত্তির বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কনিংহাম সাহেব ভিলসা স্তূপ বিষয়ক বত্রিশ সংখ্যক চিত্রপটে ঐ উভয়কেই পাশাপাশি করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন; দেখিলেই, শ্রীক্ষেত্রের বৈষ্ণব ত্রিমূর্ত্তি উল্লিখিত তিনটি বৌদ্ধধর্ম্মযন্ত্রের অনুকরণ বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হয়, বেশীর ভাগ কেবল চোখ নাক আর অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি ওষ্ঠ। বৌদ্ধেরা সচরাচর 'ধর্ম্ম'কে স্ত্রীরূপে কল্পনা করেন, প্রস্তরেও ধর্ম্মের স্ত্রীমূর্ত্তি খোদিত দৃষ্ট হয়। নেপালে এই ধর্ম্ম 'পারমিতা প্রজ্ঞা' রূপিনী দেবী। খুব সম্ভব ইনিই জগন্নাথের সুভদ্রা—এইরূপ নারীমধ্য ত্রিমূর্ত্তি অন্য কোন হিন্দু দেবালয়ে কোনরূপ পরিজ্ঞাত দেবাকৃতি নয়। তবেই হইতেছে জগন্নাথের জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্ম।

বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধপদের চক্রচিহ্ন সবিশেষ বর্ণিত আছে। বৌদ্ধেরা বহুপূর্ব্বাবধি তাহার একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত থাকে। তাহাদের অনেকানেক মুদ্রাও ঐ চিহ্নে চিহ্নিত দেখা যায়। শ্রীক্ষেত্রে বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্র খোদিত আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই বিষ্ণুচক্রকে

বৌদ্ধদিগের ঐ বুদ্ধচক্র বলিয়া অনুমান করেন। জগন্নাথ ভিন্ন অন্য কোন দেবতার নিকট সুদর্শনের প্রতিরূপ দৃষ্ট হয় না, মিত্র মহাশয়ের উল্লিখিত অভিপ্রায়ই সমধিক সম্ভাবিত বলিতে হয়।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জগন্নাথক্ষেত্র পূর্ব্বে একটী বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, এই অনুমানটি একরূপ নিঃসংশয়ে নিষ্পন্ন হইতেছে।*

বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল বটে, তবুও হিন্দু-সমাজে তার পূর্ব্ব প্রভাবের যে কতকগুলি চিহ্ন রাখিয়া গেল, তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে। আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি, অনেক সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, সে ঋণভার যেন বিস্মৃত না হই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৌদ্ধেরা ভারতে গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যার আদি গুরু—তাহাদের হস্তের কারুকার্য্যসকল সর্ব্বত্র তাহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে। বৌদ্ধেরা কর্ম্মফলের অখণ্ডনীয় নিয়ম লোকের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন। তাঁহারাই যজ্ঞে পশুহত্যা নিবারণ

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—দ্বিতীয় ভাগ।

অক্ষয়কুমার দত্ত।

The Antiquities of Orissa, Vol. II.

Dr. Rajendralal Mitra.

করিয়া, অহিংসা* ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন। দেখুন, কবি জয়দেব কি বলিতেছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে!

বৌদ্ধেরাই সংযম, স্বার্থত্যাগ, জ্বলন্ত ধর্ম্মানুরাগ, উদার ভ্রাতৃ-বন্ধনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যান; তাঁহাদের ব্যবহারধর্ম্মের প্রভাব হিন্দুসমাজ হইতে কখনই সম্পূর্ণ বিদূরিত হইবার নহে। বুদ্ধ-জীবনীর সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, নিঃস্বার্থতা ও উদার প্রেমগুণে সে ধর্ম্ম ভারতে চির-রঞ্জিত থাকিবে।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী লোকসংখ্যা গণনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর প্রায় ৫০ কোটী লোক বৌদ্ধ মতাবলম্বী। কেহ কেহ বলেন এ গণনায় অত্যুক্তি দোষ আছে। হিসাবে অনেক বাদসাদ

* বৌদ্ধদের ন্যায় জৈন-সম্প্রদায়ের লোকেরাও 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' পালন করিয়া থাকেন। ইঁহারা নিরামিষভোজী এবং অকারণ প্রাণীহত্যা নিবারণ উদ্দেশে সূর্য্যাস্ত পূর্ব্বে ইঁহাদের ভোজনের নিয়ম। তাহা ছাড়া ইঁহাদের অন্যান্য অনেক রীতিনীতি আচার ব্যবহারে জীবের প্রতি দয়া মায়া প্রকাশ পায়। কি জানি নিঃশ্বাস সহকারে কোন কীটপতঙ্গ উদরস্থ হয়, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ মুখে একরূপ বস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখে। পশুর হাঁসপাতাল পিঞ্জরাপোল, এই হাঁসপাতালে জরাজীর্ণ রুগ্ন পশু গ্রহণ ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন জৈনদের অহিংসা ধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব সুন্দর দৃষ্টান্ত।

দিয়া ধরিয়া নিলেও এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ধর্ম্মের তুলনায় এ ধর্ম্মের ভক্ত-সংখ্যা নিতান্ত অবমাননার পাত্র নহে। এ ধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় কে মনে করিতে পারিত—বুদ্ধদেব স্বয়ং কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, ইহা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমুদায় এসিয়া খণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া অসংখ্য মানবকে আশ্রয় দান করিবে, অথচ ইহার নিজের জন্ম-ভূমি ইহাকে দেখিবে না, চিনিবে না। আপন মাতৃক্রোড় হইতে বিতাড়িত হইয়া পৃথিবীর অজ্ঞাতকুলশীল বিজন প্রান্তবর্ত্তী অধিবাসীদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া বদ্ধমূল হওয়া আশ্চর্য্যের ব্যাপার সন্দেহ নাই। আপনারা এই বিচিত্র ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করুন। এ ধর্ম্ম জোরজবরদস্তীতে এ দেশ হইতে বিতাড়িত হইল, কিম্বা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্ম্মে মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, অথবা ইহা স্বাভাবিক-নিয়মানুসারে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া কাল-বিবরে প্রবিষ্ট হইল? হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান, হিন্দু আচার্য্যদিগের বুদ্ধি ও যুক্তিবল প্রয়োগ, মুসলমান অত্যাচার, বৌদ্ধধর্ম্মে ভজন পূজনের অনাদর, বেদাচারে অনাস্থা, অনাত্মবাদ, শূন্যবাদ, মন্ত্রতন্ত্র ভূতপ্রেত পিশাচ সিদ্ধি ইত্যাদি তান্ত্রিক কাণ্ডের প্রবেশজনিত আদিম ধর্ম্মের অশেষ দুর্গতি, হিন্দু-সমাজে সঙ্ঘ-নিয়ম প্রণালীর অনুপযোগিতা, উদ্বাহ বন্ধনের শৈথিল্য—এই ত বৌদ্ধধর্ম্ম ধ্বংসের অনেকগুলি কারণ মনে হইতেছে। ইহাদের কোন্‌টা সযৌক্তিক, কোন্‌টা অমূলক, আপ-নারা তাহা নিরূপণ করুন, আমি এইখানে এই প্রবন্ধ শেষ করি।

পরিশিষ্ট।

১। ধনিয়া সূত্ত।

(মহীতীরবাসী গোপাল ধনিয়া ও বুদ্ধদেবের কথোপকথন।)

পালি।	বঙ্গানুবাদ।
১। ধনিয়ো গোপোঃ।	১। গোপাল ধনিয়া।
পক্কোদনো দুগ্ধখীরোঽহমস্মি	পক্ব অন্ন, গাভী-দুগ্ধ আছি খেয়ে পিয়ে,
অনুতীরে মহিয়া সমানবাসো,	মহীতীরে ভাই বন্ধু মিলি করি বাস ;
ছন্না কুটী, আহিতো গিনি,	কুটীর ছায়িত, অগিনি আহিত,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
২। ভগবাঃ।	২। বুদ্ধদেব।
অক্কোধনো বিগতখিলো-ঽহমস্মি (১)	অক্রোধ বন্ধনশূন্য আমি যে এখন,
অনুতীরে মহিয়' একরত্তিবাসো,	মহীতীরে সবেমাত্র এক রাত্রি বাস ;
বিবটা কুটী, নিব্বুতো গিনি,	গৃহ অনাবৃত, অগ্নি নির্ব্বাপিত,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।

---

(১) বিগতখিলো

এই শব্দটী বেদ ও পালি সাহিত্য উভয়ে ব্যবহার আছে। সংস্কৃতে "কীল", গ্রাম্য ভাষায় "খিল"। ইহার অর্থ গরু বাঁধার খুঁটি—তাহা হইতে, বাঁধা, বন্ধন। ফজবোল সাহেব ধনিয়া সুত্তের অনুবাদে (S. B. E. Series, Vol. & Part II.) অর্থ করিয়াছেন, "Stubbornness". কিন্তু ইহা সঙ্গত বোধ হয় না।

পালি।	বঙ্গানুবাদ।
৩। ধনিয়ো গোপোঃ।	৩। ধনিয়া।
অন্ধকমকসা ন বিজ্জরে,	অন্ধক-মশক হতে মুক্ত ধেনুগুলি
কচ্ছে রূঢ়তিণে চরন্তি গাবো,	তৃণাচ্ছন্ন গোচারণে চরিয়া বেড়ায়,
বুটিটম্ পি সহেয়্যুম্ আগতম্,	আসুক্ না বৃষ্টি, না করিবে দৃষ্টি,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
৪। ভগবাঃ।	৪। বুদ্ধদেব।
বদ্ধা হি ভিসী সুসঙ্খতা	নৌকাখানি সুগঠন, বাঁধা আটে ঘাটে,
তিণ্ণো পারগতো বিনেয়্য ওঘম্,	বড় বড় ঢেউ ঠেলি তাহে হৈনু পার;
অত্থো ভিসিয়া ন বিজ্জতি,	নৌকায় এখন, বিনা প্রয়োজন,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
৫। ধনিয়ো গোপোঃ।	৫। ধনিয়া।
গোপী মম অস্‌সবা অলোলা (২)	গোপী মম সুচরিতা পতিব্রতা সতী,
দীঘরত্তম্ সমবাসিয়া মনাপা,	একত্রে করিনু ঘর দীর্ঘকাল ধরি;
তস্‌স ন সুনামি কিঞ্চি পাপম্,	নাহি তার নামে, নিন্দা শুনি কাণে,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।

---

(২) অস্‌সবা **অলোলা**।

অস্‌সবা=আশ্রবা, "**বচনে স্থিতা**"।

ইহার আর এক অর্থ হয় "অশ্রবা"=non-corrupt=**সতী**।

অলোলা=অচঞ্চলা।

পালি।	বঙ্গানুবাদ।
৬। ভগবাঃ।	৬। বুদ্ধদেব।
চিত্তম্ মম অস্সবম্ বিমুত্তম্	চিত্ত মম সংযত স্বাধীন, বহুকাল
দীঘরত্তম্ পরিভাবিতম্ সুদন্তম্,	বহু তপস্যায় তায় আনিনু স্ববশে,
পাপম্ পন মে ন বিজ্জতি,	তাহে পাপলেশ, না করে প্রবেশ,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
৭। ধনিয়ো গোপোঃ।	৭। ধনিয়া।
অত্ত-বেতন-ভতোঽহমস্মি	আপন অর্জ্জিত ধনে চালাই সংসার,
পুত্তা চ মে সমানিয়া অরোগা,	পুত্রগণ নীরোগ সবল, নিন্দা কোন
তেসম্ ন সুনামি কিঞ্চি পাপম্,	তাহাদের নামে, শুনি নাই কাণে,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
৮। ভগবাঃ।	৮। বুদ্ধদেব।
নাহম্ ভতকোঽস্মি (৩) কস্সচি,	কারো নহি বৃত্তিভোগী, আপনার প্রভু,
নিব্বিট্ঠেন চরামি সব্বলোকে,	অবাধে আপন মনে ভ্রমি সর্ব্বলোকে;
অত্থো (৪) ভতিয়া (৫) ন বিজ্জতি,	দাসত্বে কি কাজ, বল মোর আজ,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।

(৩) ভতক = ভৃতক, বেতনভুক্, বৃত্তিভোগী।

(৪) অত্থো = প্রয়োজন।

(৫) ভতিয়া = ভৃত্যা, ভৃতি অর্থাৎ বেতন দ্বারা।

পালি।	বঙ্গানুবাদ।
৯। ধনিয়ো গোপোঃ।	৯। ধনিয়া।
অত্থি বসা (৬) অত্থি ধেনুপা, (৭)	আছে গাভী দুগ্ধবতী, আছে বৎস কত,
গোধরণিয়ো পবেনিয়ো (৮) পি অত্থি,	গরুদের গাত্রবস্ত্র—তাও আছে হেথা,
উসভো পি গবম্পতি চ অত্থি;	বৃষভ গোপতি, আছয়ে তেমতি,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
১০। ভগবাঃ।	১০। বুদ্ধদেব।
ন' অত্থি বসা, ন' অত্থি ধেনুপা	নাহি গাভী দুগ্ধবতী, না আছে বাছুর,
গোধরণিয়ো পবেনিয়োপি ন' অত্থি,	গরুদের গাত্রবস্ত্র—তাও নাহি মোর;
উসভো পি গবম্পতীধ ন' অত্থি,	নাহিও তেমতি, বৃষভ গোপতি,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
১১। ধনিয়ো গোপোঃ।	১১। ধনিয়া।
খীলা নিখাতা অসম্পবেধী,	সুদড়-নিখাত খীলা কিছুতে না টলে,
দামা মুঞ্জময়া নবা সুসণ্ঠানা,	নব এই মুঞ্জদাম এমনি কঠিন,
ন হি সক্‌খিন্তি ধেনুপাপি ছেত্তুম্‌,	বাছুরে ছিঁড়িতে নারে কোনরীতে,
অথ চে পত্থয়সি পবস্‌স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।

(৬) বসা=বৃষা, গাভী। (৭) ধেনুপা=বৎসগণ।

(৮) গোধরণীয়ো পবেনিয়ো=গরুর ধারণ বা আচ্ছাদনের জন্য প্রবেণি অর্থাৎ আস্তরণ বা কম্বল। ফজ্‌বোল সাহেব অর্থ করিয়াছেন—I have cows in calves & heifer, ইহার কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না।

পালি।	বঙ্গানুবাদ।
১২। ভগবাঃ।	১২। বুদ্ধদেব।
উসভোরিব ছেত্বা বন্ধনানি,	বৃষভ বন্ধন কাটি পলায় যেমতি,
নাগো পূতিলতম্ ব দালয়িত্বা,	যেমতি বিহরে নাগ বিদলি লতিকা,
নাহম্ পুন উপেস্সম্ গব্ভ সেয়্যম্,	প্রমুক্ত উদাস, কাটি গর্ভবাস,
অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।	যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।
১৩ * * * * *	১৩ * * * * *
নিন্নঞ্চ থলঞ্চ পূরয়ন্তো,	উচ্চ নীচ সর্ব্বস্থল করিয়া প্লাবন
মহামেঘো পাবস্সি তাবদেব,	বরষিল মহা মেঘ উঠিয়া তখন ;
সুত্বা দেবস্স বস্সতো,	দেখিয়া ধনিয়া, বিগলিত হিয়া,
ইমম্ অত্থম্ ধনিয়ো অভাসথঃ—	বুদ্ধদেবে এই ভাবে করে নিবেদন,—
১৪	১৪। ধনিয়া।
লাভাবত নো অনপ্পকা,	সামান্য এ লাভ নহে, ওহে ভগবন্,
যে ময়ম্ ভগবন্তম্ অদ্দসাম,	পাইনু যে ইথে মোরা তব দরশন ;
শরণম্ তম্ উপেম চখ্খুম্	রাখ হে সুগতে, শরণ-আগতে,
সত্থা না হো হি তুবম্ মহামুনি।	ও পদে আশ্রয় আজি দেহ মহামুনি।
১৫	১৫
গোপী চ অহঞ্চ অস্সবা,	আমি ও গৃহিণী মম, ধরি ও-চরণ,
ব্রহ্মচ্চরিয়ম্ সুগতে চারমসে,	ব্রহ্মচর্য্য আচরিব করিলাম পণ ;

পালি।	বঙ্গানুবাদ।
জাতি মরণস্‌স পারগা,	জনম মরণ, কাটিয়ে বন্ধন,
দুঃখস্‌স অন্তকরা ভবামসে।	তরি যাব, হবে সব দুঃখ বিমোচন।
১৬। মারো পাপিমাঃ।	১৬। পাপবুদ্ধি মার।
নন্দতি পুত্তেহি পুত্তিমা,	পুত্রবান্ পুত্রলাভে হয় পুলকিত,
গোমিকো গোহি তথেব নন্দতি,	গোপাল গোধন লাভে তেমনি হর্ষিত;
উপধী (৯) হি নরস্‌স নন্দনা,	আসক্তি হইতে হয় নরের নন্দন,
ন হি সো নন্দতি যো নিরূপধী।	অনাসক্ত নিরানন্দে কাটায় জীবন।
১৭। ভগবাঃ।	১৭। বুদ্ধদেব।
সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা,	পুত্রবান পুত্রশোকে সদাই কাতর,
গোমিকো গোহি তথেব সোচতি,	গোপাল গোধন তরে ব্যথিত অন্তর;
উপধী হি নরস্‌স সোচনা,	আসক্তিই মানবের দুঃখের কারণ,
ন হি সো সোচতি যো নিরূপধীতি।	অনাসক্ত জনে দুঃখ না হয় কখন।
ইতি।	ইতি।

---

(৯) **উপধি নিরূপধী :—**

উপধি—বৌদ্ধ-দর্শনের ইহা একটি প্রয়োজনীয় শব্দ—ইহার অর্থ সংসার সম্পদ, ভেদক দ্রব্য, মায়া, আসক্তি।

উপধি=আসক্তি। **নিরূপধী=অনাসক্ত।**

২। তেবিজ্জ সূত্ত *

(ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি বুদ্ধদেবের উপদেশ।)

একদা বুদ্ধদেব বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে কোশলরাজ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 'মনসাকৃত' গ্রামে উপনীত হইলেন; গ্রামে পুষ্করসাতী, তারুখ্য প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর বসতি। তথায় তিনি অচিরাবতী নদীতীরস্থ এক আম্রবনে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন।

সেই সময়ে দুইজন ব্রাহ্মণযুবক তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা উভয়ে সত্যান্বেষী; ধর্ম্মালোচনায় অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। তাঁহাদের একজনের নাম বশিষ্ঠ ও অপরের নাম ভরদ্বাজ। বশিষ্ঠ যিনি, তিনি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিলেনঃ—

মহাত্মন্, সত্যপথ কি, এ বিষয় লইয়া আমাদের মহা তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, আমরা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। আমি বলি—যে পথ দিয়া ব্রহ্মের সহিত মিলন হয়, পুষ্করসাতী ব্রাহ্মণ যাহার উপদেশ দিয়াছেন, সেই সত্যপথ; ইনি বলেন, ব্রহ্মবাদী তারুখ্য ব্রহ্মলাভের যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। হে শর্ম্মণ, লোকে আপনাকে জগদ্‌গুরু বুদ্ধ বলিয়া জানে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এই উভয় পথের মধ্যে কোন্ পথ ঠিক? এই ভিন্ন ভিন্ন পথ কি সকলি সত্য? এই মনসা-

---

* ত্রয়ীবিস্তা সূত্র, Buddhist Suttas. Sacred Books of the East—Rhys Davids.

কৃত গ্রামে নানাদিক হইতে নানান্ রাস্তা আসিয়া মিলিয়াছে, সেইরূপ ঐ সমস্ত ধর্ম্মপথ কি সকলি আমাদিগকে গম্যস্থানে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়? সকলি কি সরল সত্য পথ বলিয়া অনুসরণ করা যাইতে পারে?

বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের বিবেচনায় এ সমস্ত পথই কি সোজা পথ? ঠিক পথ?

দুজনেই উত্তর করিলেন—হাঁ, আমরা তাহাই মনে করি।

বুদ্ধদেব কহিলেন—আচ্ছা, বল দেখি, সেই বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের মধ্যে কি এমন কেহ আছেন, যিনি ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—তাঁহাদের গুরুর মধ্যে কি কেহ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—অনেকানেক বেদরচয়িতা ঋষির নাম শ্রবণ করা যায়—যথা অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গীরস ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু—তাঁহারা কি বলিয়াছেন—আমরা ব্রহ্মকে জানি, আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি?

ব্রাহ্মণেরা পুনর্ব্বার ইহার উত্তরে 'না' বলায়, বুদ্ধদেব দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু'একটী কথা পাড়িলেন—

মনে কর, এই চৌরাস্তার মাঝখানে কোন এক ব্যক্তি একটী সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিতেছেন—কিসের জন্য, না সেই সিঁড়ি দিয়া

কোন এক বাড়ীতে উঠিতে হইবে। লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কৈ, বাড়ী কোথায়? যাহাতে চড়িবার জন্য এই সিঁড়ি নির্ম্মিত হইতেছে, সেই বাড়ী কোথায়? পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণে কি উত্তরে? ইহা ছোট, বড়, মাঝারি, কি আকারের বাড়ী? ইহা প্রাসাদ কি কুটীর? ইহার উত্তরে যদি নির্ম্মাতা বলেন, আমি তা জানি না, তখন লোকে কি তাহাকে উপহাস করিয়া বলিবে না, যে বাড়ীতে উঠিতে চাহ সে বাড়ী কোথায় তাহা জান না, সে বাড়ী কখন দেখ নাই, অথচ তাহার সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিতে এত ব্যস্ত—এ কি কথা? ইহা কি বাতুলের প্রলাপ-বাক্য বলিয়া ধার্য্য হইবে না?

ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিলেন—তাঁহার সে কথা পাগ্‌লামী ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বুদ্ধদেব কহিলেন, যে ব্রহ্ম বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, যাঁহাকে তাঁহারা জানেন না, যিনি তাঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর নহেন, ব্রাহ্মণেরা সেই ব্রহ্মের সহিত মিলন করাইয়া দিতে চান—সেই মিলনের পথ দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের কথা কি বাতুলের প্রলাপবাক্য তুল্য অগ্রাহ্য নহে? তাঁহাদের ব্রহ্মোপদেশের কি কোন অর্থ আছে?

অন্ধ কর্ত্তৃক অন্ধ নীয়মান হইলে যাহা হয়, এও তাহাই। যে অগ্রগামী সেও কিছু দেখিতে পায় না, যে পশ্চাতে চলিয়াছে, সেও দেখিতে পায় না—ইঁহারাও সেই অন্ধের দল। বক্তাও অন্ধ, শ্রোতাও অন্ধ। এই সকল বেদবিৎ ব্রাহ্মণের উপদেশ সারহীন, অর্থহীন, তাৎপর্য্যশূন্য—কথাই সর্ব্বস্ব, তাহার কোন অর্থ নাই।

শোন বশিষ্ঠ, আর এক ব্যক্তি বলিতেছেন—এই নগরীর মধ্যে একটী পরমা সুন্দরী রমণীর জন্য আমার চিত্ত বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। তাহার প্রতি আমার যে কি প্রগাঢ় প্রেম, কি অগাধ ভালবাসা, তাহা কি বলিব? লোকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, এই পরমাসুন্দরী রমণী, যাহার জন্য তোমার মন এমন চঞ্চল, এতই উতলা হইয়াছে,—এই রূপসী কিরূপ? ইনি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—কোন্ জাতীয়? ইনি কালো কি গৌরবর্ণ, ইঁহার নাম কি, নিবাস কোথায়?

ইহার উত্তরে যদি তিনি অন্ধকার দেখেন আর বলেন—আমি তা কিছুই জানি না, তখন লোকে কি তাঁহাকে উন্মাদ ভাবিয়া উপহাস করিবে না? তাঁহার কথা কি কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মনে করিবে? কখনই না। পুনশ্চ মনে কর,—এই অচিরাবতী নদী বন্যার জলে ভরিয়া গিয়াছে – দুই পাড়ের উপর পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে—এমন সময়ে একজন কোন কার্য্যবশতঃ পরপার যাইবার ইচ্ছা করে। সে যদি নদীকে ডাকিয়া বলে, "হে নদী, তোমার ও পারটা উঠাইয়া আমার কাছে নিয়ে এস",—তাহা হইলে কি তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে?

ব্রাহ্মণেরা বলিল, "হে গৌতম, তাহা কখনই হইতে পারে না।"

বুদ্ধদেব কহিলেন,—তোমাদের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণদেরও এই দশা। যে সকল সদ্গুণ যথার্থ ব্রাহ্মণ-লক্ষণ, তাহা তাঁহাদের অঙ্গে নাই, যে সমস্ত অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব, তাহা হইতে তাহারা বিরত, অথচ তাহারা হে ইন্দ্র, হে সোম, হে

বরুণ—ইন্দ্র সোম বরুণকে ডাকিয়া চীৎকার করে! এইরূপ প্রার্থনা, এই কাকুতি মিনতি, স্তবস্তুতির কি ফল? তাহাতে কি তাহাদের ইহলোকে ব্রহ্মলাভ হইবে, না মৃত্যুর পরে পর-লোকে ব্রহ্মের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে? এরূপ কি সম্ভব?

হে বশিষ্ঠ, আরো ভাবিয়া দেখ, এই নদী জলপ্লাবনে প্লাবিত হইয়াছে, পাড়ের উপর পর্য্যন্ত জল ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কোন এক ব্যক্তি নদী পার হইতে চাহে, কিন্তু তার হাত পা কঠোর শৃঙ্খলে বাঁধা, সে যদি এইরূপে শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া এ পাড়ে দাঁড়াইয়া ভাবে আমি নদী পার হইব, তাহা হইলে কি মনে কর তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে?

উত্তর—হে গৌতম, তাহা কখন হইতে পারে না।

বুদ্ধদেব কহিলেন—

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাঁচটি শৃঙ্খলের কথা আছে, পঞ্চপাশ, পঞ্চবন্ধন, পঞ্চ আবরণ:—সে পাঁচটি কি কি?

কাম।

দ্বেষ, হিংসা।

অহঙ্কার, আত্মাভিমান।

আলস্য।

বিচিকিৎসা—ধর্ম্মের প্রতি সংশয়।

এই পঞ্চ মোহপাশ—পঞ্চ বন্ধন। এই বন্ধনে বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা আবদ্ধ, এই পঞ্চপাশে জড়িত হইয়া তাঁহারা চলৎশক্তি রহিত। হে বশিষ্ঠ, আমি সত্য বলিতেছি, এই ব্রাহ্মণেরা যতই

বেদাভ্যাস করুন না কেন, কিন্তু যে সকল গুণে, যে সমস্ত অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব, সে সকল গুণ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত,—সে সমস্ত অনুষ্ঠানে বিমুখ, তাঁহারা সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ। মোহপাশে জড়িত তাঁহাদের আত্মা দেহত্যাগানন্তর ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবে, ইহা কদাপি সম্ভব নহে।

হে বশিষ্ঠ, তোমরা ত অনেকানেক বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছ, ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বিষয়ে তাঁহারা কি উপদেশ দেন?

ব্রহ্মের কি ধন-সম্পত্তি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আছে?

উত্তর—না।

ব্রহ্ম কি কাম ক্রোধে বিচলিত?

উত্তর—না।

তিনি কি দ্বেষ হিংসা পরবশ?

তিনি কি মদমাৎসর্য্য আলস্যের অধীন?

উত্তর—না।

তিনি সংযমী না ব্যসনী?

উত্তর—সংযমী।

তিনি পবিত্রস্বরূপ কি অপবিত্র?

উত্তর—পবিত্রস্বরূপ।

কিন্তু হে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-চরিত্র কি ইহার বিপরীত নহে?

তাঁহারা কি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন নহেন?

উত্তর—হাঁ।

তাঁহারা কি কামাসক্ত ক্রোধপরায়ণ নহেন?

উত্তর—হাঁ।

তাঁহারা কি দ্বেষ হিংসা বর্জ্জিত?

উত্তর—না।

তাঁহারা সংযমী অথবা বিলাসী?

উত্তর—বিলাসী।

তাঁহাদের অন্তরাত্মা পবিত্র না পাপ-কলুষিত?

উত্তর—কলুষিত।

বুদ্ধদেব—ব্রাহ্মণেরা যখন সংসারাসক্তি হইতে বিমুক্ত হয় নাই, বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহারা যখন ইন্দ্রিয়সেবায় অহোরাত্র নিমগ্ন, কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি মোহবন্ধনে আবদ্ধ—আর ব্রহ্ম, যিনি ইহার বিপরীতধর্ম্মা, তাঁহার সহিত মরণান্তর তাহারা মিলিত হইবে—ইহা কি কখন সম্ভব মনে কর? তাহাদের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য কোথায়? আমি সত্য বলিতেছি এই সকল ব্রাহ্মণের উপদেশ ব্যর্থ, তাহাদের ত্রয়ীবিদ্যা পথশূন্য অরণ্য, নির্জলা নিষ্ফলা মরুভূমি সমান। তাহাদের লক্ষ্য এক, কার্য্য অন্যরূপ। তাহারা তাহাদের গম্য স্থানে পৌঁছিবার প্রকৃত সরল পথ ছাড়িয়া বিপথে পদার্পণ করে, ও পথহারা পথিকের ন্যায় দিগ্‌ভ্রস্ট হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বুদ্ধদেব এইরূপ উপদেশ করিলে পর বশিষ্ঠ কহিলেন—

হে শর্ম্মণ, আমরা শুনিয়াছি—শাক্যমুনি সেই ব্রহ্ম-মিলনের পথ সম্যক্‌রূপে অবগত। আপনার নিকট হইতে আমরা সেই উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি—আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়া মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করুন, ব্রহ্মকুল উদ্ধার করুন।

বুদ্ধদেব কহিলেন—

যে ব্যক্তি এই মনসাকৃত গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি এখানে আজীবন বাস করিতেছেন, তিনি কি এই গ্রামের তাবৎ পথঘাট বলিয়া দিতে পারেন না?

উত্তর—অবশ্যই পারেন।

এই পৃথিবীতে সেইরূপ তথাগত বুদ্ধ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন—তিনি বিজ্ঞানময়—মঙ্গল নিকেতন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ব্রহ্ম শর্ম্মন্ ব্রাহ্মণ—সুর, নর, মার, ভূত, প্রেত—সর্ব্ব চরাচর তিনি জানিতেছেন—সত্য তিনি নিজে জানিতেছেন এবং অন্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন। তিনি জগদ্গুরু—সেই সত্য ধর্ম্ম তিনি জগতে প্রচার করেন—যে ধর্ম্মের আদি মধুর, অন্ত মধুর—মধুর যাহার গতি—যাহার উন্নতি মধুময়।

যখন কোন গৃহস্থ উচ্চবংশীয়ই হউন আর নীচকুলজাতই হউন—তথাগত-কথিত সত্য যখন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়—সে সত্য শ্রবণ করিয়া তিনি তথাগতের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করেন—

সংসার কেবলই দুঃখময়—সংসারী ব্যক্তি মোহ-পাশে আবৃত, বাসনাপঙ্কে নিমগ্ন—যিনি সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, বায়ুর ন্যায় তাঁহার মুক্ত জীবন। সংসারের মধ্যে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারে পরিবৃত হইয়া, তিনি মহত্তর পবিত্রতর জীবনের স্বাদ-গ্রহে অক্ষম। অতএব অদ্য হইতে আমার প্রতিজ্ঞা এই যে,

শিরোমুণ্ডন ও গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসব্রতে জীবন উৎসর্গ করিব।

এইরূপে ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া, তিনি প্রাতিমোক্ষের নিয়মানুসারে আত্মসংযম অভ্যাস করেন। ইনি সত্যেতে রমণ করেন—ধর্ম্ম ইঁহার জীবনের ব্রত। ইনি পাপের কুটিল পথ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ধর্ম্ম-নিয়মে নিয়মিত করেন—প্রত্যেক কথায় প্রতি কার্য্যে ইনি ধর্ম্মের আদেশ পালন করেন—ধর্ম্মপথ হইতে কদাপি বিচলিত হয়েন না। সাধু ইঁহার সঙ্কল্প—সাধু ইঁহার চরিত্র—ইন্দ্রিয়দ্বারের আটেঘাটে শত শত প্রহরী নিযুক্ত—আত্মনির্ভর ইঁহার নির্ভর-যষ্টি—আত্মপ্রসাদে ইনি সদাই সুপ্রসন্ন—ইঁহার বিশুদ্ধ চিত্তক্ষেত্রে আনন্দের উৎস নিয়ত উৎসারিত হইতে থাকে।

সুগভীর ভেরীনিনাদ আকাশে উত্থিত হইয়া যেমন সহজে দিগ্বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করে, ইঁহার প্রেমও সেইরূপ বিশ্বব্যাপী; ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ, নীচ কাহাকেও ইনি অবহেলা করেন না—কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। ইঁহার প্রীতি, মৈত্রী, মমতা সর্ব্বভূতে সমভাবে বিস্তৃত। সর্ব্ব জীবে ইঁহার দয়া বাৎসল্য। ইঁহার চক্ষে উচ্চ নীচে প্রভেদ নাই, আত্মপর সমান। ব্রহ্মলাভের এই একমাত্র পথ। যিনি সত্য অবলম্বন করিয়াছেন, কাম, ক্রোধ, লোভ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, যিনি বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছেন—দ্বেষহিংসা যাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না—পবিত্র যাঁহার চরিত্র—কায়মনোবাক্যে যিনি ধর্ম্মের অষ্টবিধ মহামার্গ অবলম্বন করিয়া চলেন—সেই যে ভিক্ষু

সাধু পুরুষ, ব্রহ্মের সহিত তাঁহার জীবনের সাদৃশ্য আছে কি না?

উত্তর—অবশ্যই আছে।

এই ভিক্ষু সাধু পুরুষ দেহত্যাগানন্তর ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভব।

যুদ্ধদেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিলেন—

হে প্রভো! আপনার এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম, যাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহা আপনি গড়িয়া তুলিলেন—যাহা প্রচ্ছন্ন তাহা প্রকাশ করিলেন—যে বিপথগামী তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করিলেন—অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিয়া অন্ধকে চক্ষু দান করিলেন। প্রভো! আমরা বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতেছি—ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইতেছি—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—বৌদ্ধভ্রাতৃবর্গের শরণাপন্ন হইতেছি। অদ্য হইতে আমাদিগকে আপনার চিরভক্ত শিষ্যরূপে দীক্ষিত করিয়া কৃতার্থ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

ব্যাখ্যা—

বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলন করিতে করিতে সহজেই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়—ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত ও বিশ্বাস কি ছিল? তৎকালে প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত তাঁহার সম্বন্ধই বা কিরূপ ছিল? উল্লিখিত সূত্র হইতে এই প্রশ্নের উত্তর কিয়দংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণ যুবকেরা মৃত্যুর পরে ব্রহ্মের সহিত

মিলনের উপায় অন্বেষণ করিতেছেন, অর্থাৎ বৈদান্তিক মতে জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গিয়া, সে ব্রহ্মেতে কিসে লয় প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সরল পথ তাঁহারা জানিতে চাহেন—গৌতমের প্রতি তাঁহাদের প্রশ্নও তদনুযায়ী। বুদ্ধদেব যে উপায় বলিয়া দিলেন, যে পথ প্রদর্শন করিলেন, তাহা ধর্ম্মনীতিসূচিত সহজ মার্গ। আত্মসংযম—বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন—সন্ন্যাসগ্রহণ—চরিত্রশোধন—সার্ব্বভৌম মৈত্রী মমতা—এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মলাভের কোন ঐন্দ্রজালিক উপায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

এই সূত্রে ব্রহ্মের সহিত মিলনের কথা, যাহা প্রশ্নোত্তরে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? বৌদ্ধধর্ম্মমতে তাহার অর্থ ঠিক করা সহজ নহে। ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, বুদ্ধের সময় পৌরাণিক ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন নাই। বেদান্ত ও উপনিষদের ব্রহ্ম আর বৌদ্ধ ব্রহ্মা যে একই, এমনও মনে করিবেন না। নাম এক হইতে পারে, কিন্তু ভিন্নার্থে প্রয়োগ সন্দেহ নাই। আর্য্যধর্ম্ম প্রকৃতি-পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ মঞ্চে এক ব্রহ্মের উপাসনায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে এই বৈদান্তিক ব্রহ্মোপাসনার ভাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মবিদ্যার কথা দূরে থাকুক, বৌদ্ধধর্ম্ম দেহাভ্যন্তরে আত্মার পৃথক সত্তাই স্বীকার করেন না, অথচ দেখিতে গেলে হিন্দুধর্ম্মের দেবদেবীর নাম, দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস তাহার মধ্যে কতক অংশে স্থান পাইয়াছে—এই দুই ভিন্ন জিনিস, বিভিন্ন ভাবের সামঞ্জস্য করা এক বিষম সমস্যা।

বৈদিক দেবতাগণ বৌদ্ধধর্ম্মে সাধুপুরুষের স্থান অধিকার

করিয়া বসিয়াছেন, তাহার উর্দ্ধে পদনিক্ষেপ করেন না।—বড় জোর তাঁহারা বৌদ্ধ-ভিক্ষুর সমকক্ষরূপে পরিগণিত হইতে পারেন। এই সকল দেবতার আরাধনা পূজার্চ্চনা বৌদ্ধধর্ম্মে আদিষ্ট হয় নাই। দেবতারা অমর নহেন, অন্যান্য জীবের ন্যায় তাঁহারাও মরণধর্ম্মশীল। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মগুণে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিয়া ক্রমে নির্ব্বাণরাজ্যে—হয়ত বৌদ্ধ অর্হৎমণ্ডলীর মধ্যে স্থান পাইতে পারেন। ব্রহ্মাও সেইরূপে কল্পিত। অপর জীবের ন্যায় তিনিও মৃত্যুর অধীন—তিনিও বুদ্ধনির্দ্দিষ্ট সন্মার্গ অবলম্বন করিয়া, কালক্রমে নির্ব্বাণমুক্তি লাভের অধিকারী।

সে যাহা হউক, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধমতে ব্রহ্মা ইতরজীব অপেক্ষা বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত, সুরবৃন্দের মধ্যে যেমন সুরপতি দেবেন্দ্র। কথিত আছে যে, তাঁহার পূর্ব্বজন্মে যখন কাশ্যপবুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা সাহক নামক পরম ভক্ত ভিক্ষু বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। জাতক টীকাকার বলেন যে, ব্রহ্মা বুদ্ধদেবের ভবিষ্যৎ জন্মধারণ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহবান ছিলেন, এবং তৎপরে বোধিসত্ত্বের জীবনে 'মার' রাক্ষস যখন তাহাকে অশেষ প্রলোভন ও বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া ঘোরতর বিপদে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই 'মার' দমনে ব্রহ্মা দুইবার সহায়তা করেন। 'মার' বিজয়ের পর যখন বুদ্ধদেব তাঁহার উপার্জ্জিত সত্য প্রচারে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মাদেব তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া, সে সংশয় ভঞ্জন করত, তাঁহাকে সত্য

ধৰ্ম্ম প্রচারে উৎসাহিত করেন। আবার কথিত আছে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুকালে যে গগনভেদী গভীর শোকধ্বনি সমুত্থিত হয়, ব্রহ্মা সহাম্পতির কণ্ঠ হইতে প্রথমে সে বাণী উদ্গীরিত হইয়াছিল, ও পরবর্ত্তী কালে একবার বৌদ্ধধৰ্ম্ম-সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৌদ্ধনেতৃবর্গের মধ্যে সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপনপূর্ব্বক সে বিপ্লব প্রশমন করেন।

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বৌদ্ধজগতের সহিত ব্রহ্মার কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। শুধু এই মর্ত্ত্যলোক নয়, কিন্তু অনন্ত আকাশের স্থানে স্থানে যে লোক-পুঞ্জ অবস্থাপিত, এক একজন ব্রহ্মা তাহার অধিপতিরূপে কল্পিত দেখা যায়।

এই ব্রহ্মার সহিত মিলন আর বৈদান্তিক ব্রহ্মেতে জীবাত্মার বিলীন হইবার ভাব যে একই, তাহা কে বলিবে? বৌদ্ধমতে সে মিলনের অর্থ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত একত্র সহবাস ভিন্ন আর কিছুই কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এই সহবাস-লাভ বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ নহে; বৌদ্ধমতে মনুষ্যজীবনের পরম গতি—চরম লক্ষ্য স্বতন্ত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের সার উপদেশ এই যে, প্রত্যেক মনুষ্য নিজ কর্ম্মগুণে, নিজ পুণ্যবলে, আত্মপ্রভাবে, স্বার্থবিসর্জ্জনে, সত্যোপার্জ্জনে, প্রেম, দয়া, মমতা বর্দ্ধনে, ইহজীবনে অথবা পরলোকে নির্ব্বাণরূপ পরমপুরুষার্থ সাধনে সমর্থ।

এই নির্ব্বাণমুক্তি কি—আলো কি অন্ধকার—জাগরণ কি মহানিদ্রা—অনন্ত-জীবন কিম্বা চিরমৃত্যু—শাশ্বত-আনন্দ অথবা চেতনাশূন্য মহানির্ব্বাণে জীবাত্মার অস্তিত্বলোপ;—এই নির্ব্বাণ-

মুক্তি কি, বৌদ্ধশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া আপনারা তাহা স্থির করুন—আমি এইখানে এই প্রবন্ধের উপসংহার করি। *

---

* এই ব্যাখ্যায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, Rhys Davids 'তেবিজ্জ সুত্তের' টীকায় সেইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সূত্রের বুদ্ধ-কথিত ভাগে ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ঠিক বলা যায় না—মূল পালি না দেখিলে ইহার মীমাংসা হয় না, কিন্তু ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইলেও—ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়া—এই তত্ত্বে যে বুদ্ধের নিজের বিশ্বাস তাহা সপ্রমাণ হয় না। তিনি ব্রাহ্মণদের কথার সত্যতা ধরিয়া নিম্ন ক্ষমতানুযায়ী ধর্ম্মপথ দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।

IMPERIAL

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৩	১৯	বিতুষিত	বিভূষিত
৩৪	৭	বলয়া	বলিয়া
৫৯	৬	স্থান	স্থান
,,	১৪	স্বতন্ত্র	স্বতন্ত্র
৭১	১৯	তদনুরূপ হইবে।”	তদনুরূপ হইবে।
৭৪	১৯	প্রশ্নবলির	প্রশ্নাবলীর
১০৬	২২	তাহ	তাহা
১৩৭	৯	যে সমগ্র চারি প্রকার	যে চারি প্রকার
১৪০	১২	বর্ত্তবান	বর্ত্তমান
১৪২	২০	বাজা	বাজা
১০	২২	৬। বেষ্টদাপ	৬। বেঠদীপ
১৫৭	১৩	আহমদাবাদও অঞ্চলের	আহমদাবাদ ও অঞ্চলের
১৬৬	৬	শ্বাশুড়ীর	শাশুড়ীর
১৮৩	১২	প্রেত কধা	প্রেত কথা
২১৮	১৮	যোধিসত্ত্ব	বোধিসত্ত্ব
২৫৬	৮	কপিলবাস্তু	কপিলবস্তু
২৫৯	২	ঐ	ঐ
২৬৬	২০	কলিঙ্গ প্রদে	কলিঙ্গ প্রদেশ

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২৬৭	১২	দাক্ষিত	দীক্ষিত
২৭৭	১২	২৫৬ জন প্রচারক	২৫৬ জন প্রচারক (বৃ্থ
২৭৭	শেষ	J. M. Macphalli	Rev. J. M. Macphail
২৮৩	৩	(রুসিন্দেই লেখ)	(রুম্মিন্দেঈ লেখ)
৩০০	১৪	বিতাডিত	বিতাড়িত

* রুম্মিণী বা রুক্মিণীর মাগধী=লুম্মিনী বা লুম্বিনী।